শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

পতিতপার্ব্বতী।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত শিকদার প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

শ্রীমধুসূদন শীলের চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত

হইল।

সন ১২৬৭ সাল।

মূল্য ৷৷০ অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয় পত্রাঙ্ক।

উপক্রমণিকা।

শরৎকালীয় কোন বাসরান্তে কতকগুলিন পরম প্রিয়বন্ধুদিগের সমভিব্যাহারে এক সুশোভন উপবন ভ্রমণার্থে সানন্দিতান্তঃকরণে গমন করিলাম। তথা উপনীত হইয়া স্বভাবের বিচিত্র ভাব দর্শনে অন্তর মধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। মধুকরগণ মকরন্দ পানে মোহিত হইয়া মকরকেতনের গুণ গুন গুন স্বরে গান করতঃ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গুঞ্জ গুঞ্জ গুঞ্জরিয়া বসিতে লাগিল। গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিয়া নানা জাতি যূথী জাতী সেঁউতী মালতী লজ্জাবতী প্রভৃতি প্রসূনের পরম প্রীতিকর গন্ধ নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া আমাদিগের সহিত যেন সখ্য করণাভিলাষে অগ্রসর হইল। নানাবিধ শাখীগণ শাখা প্রশাখা প্রশস্ত করিয়া থাকাতে জ্ঞান হইল যেন আমাদিগকে পঞ্চশাখ

পরিষ্কার করিয়া প্রণয় প্রকাশে তাহার অধো-দেশে ... দর্শনার্থে আহ্বান করিতে লাগিল।
... পক্ষ পরিসর পূর্ব্বক পরমানন্দে মধুরস্বরে ধ্বনি করতঃ, গগণমার্গ দিয়া গমন করাতে বোধ হইল যেন সুবর্ণবর্ণ সরিষার ক্ষেত্র শূন্যপথে সংগীত করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

এই সকল দর্শনান্তরে উক্ত উপবনের বারুণী-দেশে গমন করিলাম। তথা মনোহর এক সরো-বর দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে অন্তর মধ্যে শান্তি রূপ সুখের সঞ্চার হইতে লাগিল। এবং ঐ স-রসী সলিলে সম্পূর্ণ ছিল, তাহাতে কমল কুমুদ আদি নানাবিধ পুষ্প থাকাতে অনুমান হইল, যেন কৃষ্ণবর্ণ চিত্রপটে শুভ্র রক্ত এবং হরিদ্বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই মত অবলোকন করিতেছি এমত কালে প্রভাকর ক্রমশঃ প্রভাচয় পৃথিবী হইতে বি-দেশে প্রেরণ করিয়া, আপনি যেন প্রহর্ষিতান্তরে স্বর্ণময় সিংহাসন আরোহণ করতঃ অস্তাচলে গমন করিলেন। তাঁহার বিরহে কমলিনী মলিন

হইয়া মুদিত হইল, এবং পক্ষীগণ কলরব করিয়া নিজ নিজ নীড়ে গমন করিল, দিবাভাগে নক্ষত্রেরা যেন অন্ধ হইয়াছিল একণে ত্রিযামা ঔষধ সেবন করতঃ নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগে চাহিতে লাগিল, চক্রবাকী হৃদয়বল্লভের সমাগম পরিত্যাগ করিয়া, ম্লানমুখী হইয়া বৃক্ষের উপরে উপবেশন করতঃ প্রাণনাথের বিরহে নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিল।

সন্ধ্যাকাল উপনীত দেখিয়া মিত্রদিগের সঙ্গে উক্ত পুষ্করিণীর পুলিনে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্ত করিলাম; ক্রমে দুই দণ্ড রাত্র হইল, এবং পূর্ব্বদিকে চন্দ্রোদয় হওয়াতে অন্ধকার ভূতলের স্বস্থানে প্রস্থান করিল। শশধর উদিত, কমল নমল, এবং তমোরাশি বিনাশ অবলোকন করিয়া কুমুদিনী উল্লাসিনী হইয়া স্বভাবে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, কাযে কাযে দশন ফুল বিকশিত করিয়া যেন হাস্য করিতে লাগিল। প্রাণেশ্বরের প্রভা হেরিয়া তারাগণ যেন নিজ নিজাননে অবগুণ্ঠিকা টানিয়া দিল তাহাতে তাহাদিগের বিভা আর অকিবল রহিল

বহনে আকুল হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে বকুলের মূলে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া উপপত্তি অন্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকে।

উপবনে উপবেশন করিয়া এই মতে স্বভাবের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি। এমন সময়ে ঘন ঘরে অম্বরে আচ্ছাদন করিল। সুধাংশুর অংশু এবং নক্ষত্রের ভাতি অপ্রকাশ পাইল। তাহাতে বোধ হইল যেন কুমুদিনীর সহিত শশাঙ্ক পরিহাস করিতে করিতে ক্রীড়ায় বিরত হইয়া নিবরণ বসনের আবরণে লুক্কায়িত হইলেন। ক্ষণপ্রভ অবকাশ পাইয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ হইয়া কলাধর প্রতি কর ক্ষেপণ করিতে লাগিল। অনুমান হইল যেন কৃপাকর ক্ষান্ত থাকিতে অক্ষম হইয়া, কুমুদিনীর প্রতি হাস্য শর সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনিল অতিবেগে বহিতে লাগিল, যাবতীয় উন্নত পাদপচয় সমূল সহিত উৎপাটিত হইয়া ভূমিসাৎ হইল। এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুগণ পবনের প্রবল প্রতাপে গগণে উত্থিত হইতে লাগিল। এবং অশনি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল যেন সমর

উত্তপ্ত করতঃ আমাদিগকে অপমান করিতে আসিতেছে। আমরা সকলে সমীরণের ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া এক পুরাতন মহীরুহের জীর্ণ-কোটরে লুকাইলাম। কিয়ৎকালান্তরে সমীরের শক্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস দেখিয়া, বহু যত্নে এবং বি-স্তর শ্রমে স্বীয় স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম।

পথিমধ্যে আসিতে আসিতে ধরাধর হইতে বারিধারা ধীরে ধীরে পতিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড পবন যেই রূপ চণ্ড হইয়া বৃক্ষগণে লণ্ডভণ্ড করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রভাব তদ্রূপ রহিল না। আমরা সকলে ক্রমশঃ নিকেতনে পৌঁছিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুষ্কাম্বর পরিধান করিলাম। এবং সেই উপবনের বৃত্তান্ত আমার অন্তরে উদ্দীপন হওয়াতে পরাৎপর পরম পিতা পরমাত্মা পরমেশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম। এইরূপে এক প্রহর রজনী হইল, এবং পুনর্ব্বার ঘনরূপ ছত্রাতপ ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে চন্দ্রমার চন্দ্রিকা তাহার অন্তরাল হইতে প্রকাশ পাইল। চপলা সকলা হইয়া আপনাকে দুর্ব্বলা

স্তার করতঃ নষ্টপটু কাদম্বিনী পরিহরি চম্পট্ট করিল। গ্রহগণ অবিকল উদয় হইল।

এমন কালে আমি আহারাদি সমর্পণ করিয়া শয্যায় গমন করতঃ শয়ন করিলাম। ক্রমশঃ নিদ্রারূপিণী পরী আমার সদনে দর্শন দিলে, আমি নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। এবং স্বপ্ন সহসা এক বিপ্রের বেশ ধারণ করিয়া যেন আমার সহিত মিত্রতা করিলেন। কিয়ৎকালের পরে আমার সহিত বিবিধ কথোপকথন করিয়া কহিলেন, বন্ধু! চল চল আমরা প্রান্তরে গিয়া ভ্রমণ করি। তাহার এই বচন শ্রবণে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার কর স্বকরে ধারণ করতঃ প্রান্তরে চলিলাম। এবং অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে সেই তেপান্তরে উপস্থিত হইলাম।

প্রান্তরের মনোহর শোভা প্রেক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। হীরকে এবং সৌবর্ণে কোন স্থল মণ্ডিত থাকিলে যেই রূপ দর্শায়, প্রান্তরময় পক্বধান্যে পরিপূরিত এবং মধ্যে মধ্যে নির্মল সলিল থাকাতে তদ্রূপ দেখাইতে লাগিল। এই শোভানিকর দর্শন করিতে করিতে যেমন

ক্রমশঃ দৃষ্টি হইল অমনি আমাদিগের অভিমুখে এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম। স্বপ্ন কহিলেন বন্ধু, এই সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে এক স্বর্ণের মন্দিরের মধ্যে মহামায়া কালিকার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে যদি আপনি জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে যাইতে চাহেন তবে আমার সমভিব্যাহারে আসুন আমি তথা লইয়া যাইব। এই কথা শ্রবণে তাঁহার সঙ্গে উক্ত সুড়ঙ্গ দিয়া চণ্ডিকার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে গমন করিতে লাগিলাম। সুড়ঙ্গের দুই পার্শ্বে নানাবিধ মণি প্রজ্বলিত হইয়া যদ্রূপ আলো করিতেছিল, কোটি কোটি প্রদীপের প্রভায় তাহার এক এক মণির শতাংশের এক অংশ উজ্জ্বলতা উৎপাদন করিতে অক্ষম হয়।

অনন্তর কিয়ৎকাল গমন করিয়া আমাদিগের সম্মুখে এক কনকাদ্ভুত মন্দির দেখিতে পাইলাম। যাহার শিখরদেশ হীরকে খচিত এবং অতি উচ্চ ভাবে রহিয়াছে।

উক্ত শিখরোপরি দিবাকরের কর পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতে

লাগিল। বোধ হইল যেন ভাস্করের ভয়ে তড়িৎ শঙ্কায় জড়িত হইয়া শিখরের অন্তরালে লুক্কায়িত ভাবে রহিয়াছে এবং ভানু মেদিনীর উপর ভানু প্রকাশ করিতেছেন কি না তাহা অবলোকনাশে এক এক বার কম্পমান হইয়া যেন দেখিতে আসিতেছে।

মন্দিরোপরে স্বর্য্যদেবের ভাতি পতিত হওয়াতে অনুমান হইল, যেন অনলে মন্দির দাহন হইতেছে। উক্ত মন্দির আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, স্বপ্ন কহিলেন বন্ধু ! ঐ দেখ সুবর্ণে নির্ম্মিত মন্দির দেখা যাইতেছে। দেবালয় দর্শনে, আমি যেমন বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি তাহা বর্ণন করা অসাধ্য, কেন না আমি পূর্ব্বে এমন অপরূপ গৃহ দর্শন করি নাই।

আমরা ক্রমশঃ মন্দিরে অধিষ্ঠান হইলাম। এবং জগদানন্দ-কারিণীর নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে অন্তরে ভক্তির সঞ্চার হইল, আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ মহামায়া মহেশ্বরীর মহামূল্য চরণ অবলোকন করিতে লাগিলাম, এবং মহাকায় মহাকালাভিধান মহাদেব মহাবল পরাক্রান্ত মহা

মহিমান্বিত মত মূর্ত্তি মহামূল্য স্থানে মহামায়ার পাদপদ্ম হৃদয়পদ্মে স্থান দান করতঃ শ্রীপদের পদামত্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ভবানী বৈরিবংশ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগের মস্তকে মুণ্ডমালা গ্রথিত করিয়া গলদেশে পরিধান করিয়াছেন। এবং চতুঃপার্শ্বে কুকুবং প্রস্তরে নির্ম্মিত ভূত প্রেত ভৈরবাদির প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, আমি এই সকল দর্শন করিয়া স্বপ্নকে কহিলাম বন্ধু! আপনি কহিতে পারেন এই মহামায়ার মূর্ত্তি কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন? আমার এই কথা শ্রবণে স্বপ্ন পণ্ডিতপার্ব্বতীর ইতিহাস বর্ণন করিয়া কহিলেন যে পণ্ডিত মহীপতি এই স্থলে মহামায়া ভবানীর মূর্ত্তি, সুবর্ণের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই বাক্যচয় শ্রবণান্তে নিদ্রারূপিণী পরী আমার নিকট হইতে গমন করিলেন। আমি জাগ্রত হইয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলাম, কেন না আমি যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম দেখিলাম যে সেই শয্যায় আছি এবং কোথায় বা স্বপ্ন আর কোথায় বা স্বর্ণমন্দির

কিছুই দৃষ্টি হয় না। তখন আমার মনোমধ্যে ভয় হইল আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে গমন করিলাম। অঙ্গনে উপনীত হইলে আমার ভয়ের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। কেন না প্রাঙ্গণে অধিষ্ঠান হইয়া বিধুর বিভা দর্শন করিলাম, সায়ংকালের পর যে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল তাহার অম্বু অঙ্গিণার মধ্যে মধ্যে ছিল, তদুপরি জ্যোৎস্না পতিত হইয়া অতিশয় সুশোভা সম্পন্ন দেখাইতে লাগিল। অল্প অল্প সমীরণের সঞ্চার হওয়াতে উদক সকল স্পন্দন হইয়া শোভার আরো সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। রাহুর ভয়ে শুভ্রাংশু যদ্রূপ ভীত হইয়া থর থর করতঃ কাঁপিতে থাকেন, উঁহার এক এক ভাগ নীলাম্বে এক এক ভাগ মৃগাঙ্ক তদ্রূপ কাঁপিতেছে দেখিতে পাইলাম। ক্রমশঃ প্রাতঃকাল উপনীত হইল। শশধর অস্তাচলে গমন করিলেন। কলানিধির কৌমুদী অদর্শনে কুমুদিনী কাতর হইয়া মুদিত হইল। এবং নক্ষত্রেশের গমনে নক্ষত্রেরা নভোমণ্ডল হইতে অপ্রকাশ পাইয়া স্ব স্থানে প্রস্থান

করিল। কোকিল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কুলশীল কুলবালাদিগের অন্তরে স্মরের জ্বালা প্রকাশার্থে চমৎকার হুঙ্কার করিয়া আপনার গীত বাক্য কহিতে লাগিল। অন্যান্য বিহঙ্গগণ তদুপরে বিবিধ স্বরে ডাকিয়া যেন বিরহিণীদিগের প্রতি পঞ্চশরের শর সন্ধান করিতে লাগিল এবং তাহাদিগের সেই মধুমিশ্রিত স্বর শ্রবণ করিয়া শ্রবণ কুহর কতই যে সন্তোষ হইল তাহা কহিতে পারি না।

কোন ব্যক্তি সুধার স্বরে বীণাবাদন করিলে অন্তরে যে সুখোদয় হয়, পক্ষীগণের কলরবে তাহা অপেক্ষা কোটি গুণ সুখোদয় আমার অন্তরে হইতে লাগিল। বিপ্রকুল প্রাতঃকাল দর্শনে প্রফুল্লিত চিত্তে পুষ্পচয়নার্থে পুষ্পবনে গমন করিলেন। কেহ বা প্রসূন আহরণ করিয়া নবগঙ্গার নির্ম্মল নীরে প্রাতঃস্নান করতঃ ভগবান ভবানীপতির পূজা করিতে লাগিলেন। কেহবা সূর্য্য দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কেহ বা সর্ব্ব দেবের পূজা সমাপ্ত করিয়া আপনার ইষ্ট দেবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পণ্ডি-

প্রসক্তা সতী প্রাণেশ্বরের পার্শ্বে মনোল্লাসে সমস্ত শর্ব্বরী সুখে শয়ন করিয়াছিল, এক্ষণে পূর্ব্বাহ্নের চিহ্ন দর্শন করিয়া পতির অনুমতি লইয়া বহির্গতা হইল। স্বামী তাহার বিচ্ছেদ উচ্ছেদ করিতে অশক্ত হইয়া শয়ন-সুখ ভেদ করতঃ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রিয়সীর সুধীর গমন এবং চন্দ্রানন অবলোকন করিতে করিতে বহির্গমন করিলেন। প্রভাত সমীরণ যেন দূতবেশ ধারণ করিয়া কন্দর্প স্মরণ করতঃ বিরহিণী দিগের অঙ্গে বহিতে লাগিল। মধুপানে মত্ত হইয়া মদনের চর পামর ভ্রমর যেন কোমর বান্ধিয়া বিরহিণীগণের সহিত সমর করিতে প্রস্তুত হইল।

প্রভাতে প্রভাকরের প্রভাতে পৃথিবীময় রক্তবর্ণ ভাতি প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তরুণ অরুণ দর্শনে অনুভব হইল; যেন পূর্ব্বদিকে সুবর্ণের থালায় ধনঞ্জয় জ্বলিতে জ্বলিতে উদিত হইতেছে। পদ্মবন্ধুর বিরহে পদ্ম ছদ্মবেশে ছিল; এক্ষণে প্রাণেশ্বরে অম্বরে উদিত হেরিয়া সে বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদ্মিনী পদ্মরাগের

জ্যোতি ধারণ করিয়া প্রফুল্লিত মনে পদ্মাকরে প্রস্ফুটিত হইল। কৈরবের সৌরভ চতুর্দ্দিগে সুপ্রকাশ হইলে ভৈরবাকৃতি ষট্পদ গুন্ গুন্ রবে কমলের কোমল হৃদয়ে উপবেশন করিয়া মকরন্দ পান করিতে লাগিল। আমি এই কালে প্রাতঃ-ব্যবহারাদি সমাপ্ত করতঃ কোন প্রিয়-বন্ধুর নি-কটে গমন করিলাম, এবং তাঁহার সদনে আমার স্বপ্ন বিবরণ বর্ণন করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন যে "পতিব্রতপার্ব্বতীর" ইতিহাস পদ্য ছন্দে রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে উত্তম হয়। তুমি "মধুমালা" নাম্নী এক পুস্তক পদ্য ছন্দে রচনা করিয়াছ; তাহাতে আমি অনুভব করি যে তুমি তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পদ্য ছন্দে বিরচন করিতে অক্ষম হইবেনা। রচনা করি-লে অনায়াসেই করিতে পারিবে, অতএব তুমি ইহা যত্ন পূর্ব্বক রচনা কর, বরং প্রকাশ কালীন আমি কোন প্রকারে সাহায্য করিব।

তাহার এই বচন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিপুল পরি-শ্রমে এবং বহু যত্নসহকারে এই কাব্য ইতিহাস

বিরচন করতঃ মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ সেই প্রিয়বর গুণাকর বিজ্ঞবর বন্ধুর সন্নিধানে কহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে দিলেন। কিয়দ্দিবসের পর পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, এক্ষণে অনুগ্রাহক গুণগ্রাহক কাব্যা-মোদি মহোদয়গণের সদনে বিনয় পুরঃসর আবেদন করিতেছি যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে চরিতার্থতা লভ্য করিব এবং এই পুস্তকের রচনা যে অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারিনা। অতএব যদি কোন স্থানে লিখনে কিম্বা মুদ্রাঙ্কনে দোষ হইয়া থাকে তাহা মহাশয়েরা নিজ নিজ কৃপাগুণে মার্জ্জনা করতঃ দোষ সংশোধন করিয়া আমার উৎসাহ রূপ মহীরুহের মূলদেশে বারি সেচন করিবেন ইতি ১২৬৭ সাল তারিখ ১৫ আষাঢ়।

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।
সাং সাকুলিয়া।

মঙ্গলাচরণ।

পয়ার।

জয় জয় জগদীশ, নিত্য নিরঞ্জন।
পরাৎপর সারাৎসার, সত্য সনাতন॥
নিরাকার নিরাধার, নির্ব্বিকার হও।
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব স্থানে রও॥
সর্ব্বভূতে আবির্ভাব, সর্ব্বত্র প্রচার।
সর্ব্বযুগে সমভাব, তুমি সর্ব্বসার॥
সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব ভাবে, দয়া প্রকাশক।
সর্ব্ব লোকে সর্ব্ব রূপে, হও প্রপালক॥
সুপ্রকাশ সর্ব্ব লোকে, মহিমা তোমার।
সৃষ্টি স্থিতি সংহারের, স্বামী অনিবার॥
তোমার নিয়মে হয়, দিবস রজনী।
আজ্ঞা ক্রমে ভ্রমে দিবামণি নিশামণি॥
ভয়ে বহে সমীরণ, সদা সর্ব্বক্ষণ।
আদেশে ভ্রময়ে নাকে, যত গ্রহগণ॥

অরে অতি মূঢ়মতি, ত্যজিয়া কুমতি।
মহামতি ঈশপদ, রাখ তাহে মতি॥
সেই পদ ভজিবারে, বলি বারে বারে।
অনায়াসে পাবে পার, ভবপারাবারে॥
এভাব ভাবনা মনঃ, ছাড়িয়া ভাবনা।
এখন ভাবিলে সুখ, আছে সম্ভাবনা॥
কহে দ্বিজ চন্দ্রকান্ত, করি যোড়কর।
শ্রীচরণে মতি যেন, থাকে নিরন্তর॥

পতিতপার্ব্বতী ।

গ্রন্থারম্ভঃ ।

লঘু-ত্রিপদী ছন্দ ।

অতি নিরুপম, ত্রিদশের সম,
সুমতি নগর হয় ।
তথাকার ভুপ, অতি অপরূপ,
জীবন যাহারে কয় ॥
প্রতাপে রাজন, জিনি দশানন,
মদনের সম রূপে ।
সে রূপ হেরিয়া, কামে শিহরিয়া,
রতি পড়ে কামকূপে ॥
রাম সম রণে, ধনাধিপ ধনে,
যুধিষ্ঠির সম মানে ।
না হয় বিকৃতি, সুধীর প্রকৃতি,
কর্ণের সমান দানে ॥

ভূপতির রাণী, সাক্ষাৎ শিবানী,
কাদম্বিনী নাম যাঁর।
হেরিলে তাঁহারে, মোহে একেবারে,
অচেতন হয় মার॥
অমাত্য রাজার, নামে গুণাধার,
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
বৃহস্পতি জিনি, বুদ্ধে হন যিনি,
সুশীল সুগুণান্বিত॥
ষড় রিপুগণে, আপন সদনে,
করিয়াছে পরাজয়।
জন্ম বিপ্র-কুলে, কভু নাহি ভুলে,
করে পাপ-পথাশ্রয়॥
তাঁহার বনিতা, নানা গুণান্বিতা,
পতিপরায়ণা অতি;
চন্দ্রকলা নাম, সর্ব্বাঙ্গ সুঠাম,
রূপেতে কামের রতি॥
রাজার কুমার, সাক্ষাৎ কুমার,
পতিতপাবন নাম।
বিজার নগরে, গুণের বাসরে,
বাস করে অবিশ্রাম॥

গুণাধার সুত, অতি গুণযুত,
কুমার যাহারে কয়।
সে রূপ নলিন, হেরিয়া মলিন,
তরুণ অরুণোদয়॥
নৈকীন সময়, রাজার তনয়,
গুণাধার সুত সনে।
অত্যন্ত প্রণয়, অকৃত্রিম হয়,
অতি প্রীতি দুইজনে॥
একত্রে অভ্যাস, একত্রে সন্তাষ,
একত্রে শয়নাহার।
লেখায় পড়ায়, সমান দোঁহায়,
সম গুণ দোঁহাকার॥
শাস্ত্রেতে পণ্ডিত, বিশেষ পণ্ডিত,
ভার্গব লুকায় যায়।
স্মরি কালীকান্ত, দ্বিজ চন্দ্রকান্ত,
পতিভক্তপার্ব্বতী গায়॥

পতিতপাবনের রাজ্যাভিষেক এবং কুমারের অমাত্য পদে স্থিতি।

পয়ার।

বহুকাল রাজ্যভোগ করিয়া জীবন।
পুত্রে রাজ্যভার দিতে হইল মনন॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে ডাকিয়া সংহতি।
সভা করি বসিলেন সানন্দে ভূপতি॥
অতঃপর নরবর বিনয় বচনে।
সবারে সম্ভাষ করে প্রহর্ষিত মনে॥
নিবেদন সভাজন শুনহ আমার।
বৃদ্ধাবস্থা উপনীত হেরি এইবার॥
পতিতের করে রাজ্য করিয়া অর্পণ।
মনঃ সুখে করি সদা দেবতারাধন॥
এই অভিলাষ মম হইয়াছে মনে।
ইহার বিহিত এবে বল সর্ব্বজনে॥
এতেক শুনিয়া সবে করি যোড়কর।
কহিতে লাগিল তবে নৃপের গোচর॥
শুন শুন মহীপতি করি আবেদন।
পতিতে যদ্যপি রাজ্য করেন অর্পণ॥

তা হলে কুমারে দিয়া অমাত্যের পদ।
আপনি পূজুন গিয়া দেবাদির পদ॥
পতিতের মন্ত্রিবর হইলে কুমার।
নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে রবে গুণাধার॥
এই রূপ নানামতে বলি সর্ব্বজন।
নিজ নিজালয়ে ক্রমে করিল গমন॥
এদিকেতে মহারাজ হরিষ অন্তরে।
শুভ দিন শুভক্ষণ নির্দ্ধারণ করে॥
আনন্দে যাইয়া তিনি অন্দরমহলে।
মহিষীরে মহাসুখে সর্ব্ব কথা বলে॥
শুনিয়া নাথের বাণী রাজার অঙ্গনা।
সুখের সাগরে যেন হইল মগনা॥
অতঃপর নরপতি ডাকি গুণাধারে।
কহিলেন মন্ত্রী হবে তোমার কুমারে॥
পতিত হইবে রাজা অমাত্য কুমার।
হইলে সাজিবে ভাল অহে গুণাধার॥
শ্রবণে রাজার বাক্য হয়ে হৃষ্টমতি।
গুণাধার নিজ গৃহে করিলেন গতি॥
ক্রমশ নগর মধ্যে হইল প্রচার।
নূতন রাজন হবে ভূপের কুমার॥

আনন্দের সীমা নাই প্রজার মণ্ডলে।
নানা মত ভেট দেয় রাজার মহলে ॥
স্নতে অভিষেকে যাহা হবে প্রয়োজন।
ক্রমে ক্রমে ভূপাল তাহা করে আয়োজন ॥
অবশেষে শুভকাল হইলে আগত।
সাজাইল নৃপালয় করি মনোমত ॥
নৃত্য করে নর্ত্তকীরা গায়কেরা গায়।
বাদ্য করে বাদ্যকরে নানা যন্ত্রপ্রায় ॥
পাখোয়াজ খোল ঢোল মৃদঙ্গ তবোল।
কাঁসর দগড়া বাজে সুমধুর বোল ॥
কিবা সুমধুর স্বরে বাজয়ে সেতারা।
তারে তারে লাগি তার বলে তারা তারা ॥
কিবা সুমধুর স্বরে বাজিতেছে বীণা।
বলে মন ভাবিওনা কালীপদ বিনা ॥
তান্পুরা বাজে কিবা সহিত মন্দিরে।
নানা মত বাজে কত রাজার মন্দিরে ॥
এইকালে নানা সাজে হইয়া সজ্জিত।
রাজপদে অভিষিক্ত হইল পণ্ডিত ॥
কুমার হইল তার প্রিয় মন্ত্রিবর।
দুই জনে বসিলেন সিংহাসনোপর ॥

বামেতে বসিল সুখে অযাচাকুমার।
দক্ষিণে পতিত বৈসে সাক্ষাৎ কুমার॥
নূতন নৃপতি হেরি যত প্রজাগণ।
সানন্দে সবার মন হইল মগন॥
রাজালয়ে বেদপাঠ করে বিপ্রচয়।
অদৈন্য করেন দানে রাজা মহাশয়॥
শিবিকা শকট আদি হস্তি করি যত।
দান দেন দণ্ডধর দ্বিজে শত শত॥
হীরক সুবর্ণ রূপা পান্না গজমতি।
চন্দ্রকান্ত মণি আদি দেন মহামতি॥
আতর কস্তূরী চুয়া সুগন্ধি চন্দনে।
ভাসাইল নৃপালয় আনন্দিত মনে॥
মহোল্লাসে পূর্ণ হৈল রাজার আগার।
বিরচিল দ্বিজ চন্দ্রকান্ত শিকদার॥

পতিতের স্বপ্ন দর্শন এবং অলহ নগরে পার্ব্বতীর অন্বেষণে গমন।

পতিতপাবন রায়, ঐশ্বর্য্যে পূর্ণিত কায়,
সুমতির হয়ে অধিপতি।
অবিরত সুখে রত, প্রজা পালে পুত্র মত,
রাজা প্রতি রাখি দৃঢ়মতি॥

করি ইহা দরশন, হয়ে প্রফুল্লিত মন,
ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবর্ত্ত জীবন।
কিছু দিন এই মত, সুখেতে হইল গত,
অতঃপর শুনহ ঘটন॥
এক দিন রাত্রিযোগে, পণ্ডিত শয়নযোগে,
নিদ্রাযুক্ত আছে অতিশয়।
হেনকালে কৃপা করি, আসিলেন শুভঙ্করী,
যেই স্থানে জীবন তনয়॥
আসিয়া তাহার পাশে, কহিছেন মৃদু ভাষে,
শুন বাছা আমার ভারতী।
জয়দনগর ধাম, কেদার রায় নাম,
তার কন্যা নামেতে পার্ব্বতী॥
তুমি আর সেই নারী, মোর সেবা অনিবারি
পূর্ব্বজন্মে করিতে দুজন।
কোন কারণের তরে, স্বর্গ হৈতে ধরাপরে,
জন্ম লয়ে হয়েছ পতন॥
দোঁহাতে মিলন হলে, জন্মান্তরে কুতূহলে,
অনায়াসে হবে স্বর্গভোগ।
মিলন না হৈলে পরে, থাকিবে এ ধরাপরে,
যেমন করিবে পাপযোগ॥

অমাত্য লইয়া সনে, জলদেতে সযতনে,
কল্য তুমি করিয়া গমন।
অঙ্গে মাখি ভস্মরাশি, হইয়া শ্মশানবাসী,
কর গিয়া আমারে অর্চন॥
ক্রমে দূরে গেলে পাপ, বিমোচন হবে শাপ,
পার্ব্বতী পাইবে তার পর।
করি তারে পরিণয়, হবে অতি সুখোদয়,
দোঁহে যাবে আমার গোচর॥
এইরূপে ক্ষেমঙ্করী, পণ্ডিতে জ্ঞাপন করি,
স্বপ্নযোগে শুভ সমাচার।
মহানন্দে হিমাচলে, শঙ্কর গেলেন চলে,
ত্যজ্য করি রাজার আগার॥
ক্রমে নিশা অবসান, ধরাপরে অধিষ্ঠান,
আসিয়া হইল দিবাকর।
এদিকে পণ্ডিত রায়, শয্যা হৈতে উঠি যায়,
মন্ত্রিপাশে অতি ত্বরতর॥
আসিয়া অমাত্যপাশ, স্বপ্ন করি সুপ্রকাশ,
কহিলেন মধুর ভাষায়।
শুনি স্বপ্ন বিবরণ, কুমার সিংহরে কন,
জলদেতে চলহ ত্বরায়॥

এত শুনি যুবরাজ, নাহি করি কাল ব্যাজ,
পিতৃপাশে হয়ে উপনীত।
কহিল মধুর স্বরে, যাইব মৃগয়া তরে,
গহনেতে অতি ত্বরান্বিত ॥
এমত শ্রবণ করে, অতি আনন্দিতান্তরে,
মহীপতি অনুমতি দিল।
আজ্ঞা প্রাপ্তে যুবরাজ, করিয়া মৃগয়া-সাজ,
ধনুর্ব্বাণ করেতে লইল ॥
অতঃপরে অশ্বোপরে, উঠে প্রফুল্লিতান্তরে,
মন্ত্রিবরে লইয়া সংহতি।
কালীপদ ভাবি মনে, যাত্রা করি দুই জনে,
ত্যজ্য করি চলিল দুর্ম্মতি ॥
ঘোড়াকার দুই হয়, পবনে করিয়া জয়,
চলে বেগে মনের সমান।
নানা দেশ অতিক্রমে, জনকপুরে ক্রমে,
উত্তরিল দুই মতিমান ॥
গিয়া তথা যুবরাজ, ত্যজিয়া মৃগয়া-সাজ,
যোগিরূপ করিয়া ধারণ।
মাখিয়া ভস্মের রাশি, হইল শ্মশানবাসী,
তপ জপ সাধন কারণ ॥

এদিকে দ্বি অশ্ব লয়ে, মাতিশয় ভীত হয়ে,
জলদেতে ভ্রমিছে কুমার।
হেনকালে মৃদুহাসি, উপনীত হৈল আসি,
গোপী এক রসের আগার॥
অর্দ্ধেক বয়স তার, কক্ষদেশে দুগ্ধভার,
পীনোন্নত দুই পয়োধর।
জলধর জিনি কেশ, রসিকা রসের শেষ,
মঞ্জনের রেখা দন্তোপর॥
করিকর নিন্দি উরু, কামধনুঃ জিনি ভুরু,
গৌরবর্ণ দীর্ঘ কলেবর।
এমনি নয়নঠার, পুরুষ চাহিলে আর,
ফিরে নাহি যায় নিজ ঘর॥
এমতে কুমার যথা, গোপিকা আসিয়া তথা,
জিজ্ঞাসিল সুমধুর ভাষে।
কোথা যাবে কিবা নাম, কিবা জাতি কোথা ধাম,
প্রকাশিয়া বল মম পাশে॥
শুনিয়া কুমার কয়, সুমতিনগরে হয়,
মমাবাস কুমার আখ্যান।
আমার যে সহোদর, যোগিবেশে এ নগর,
এসেছেন ছাড়ি দুঃখপ্রাণ॥

যে জনার অন্বেষণে, বহু দেশ পর্য্যটনে,
অবশেষ এসেছি হেথায়।
বাসা হৈলে মনোমত, থাকি তথা দিন কত,
অন্বেষণ করিব তাহায়॥
যাহার কারণ কত, দুঃখভোগে আছি রত,
বল দেখি বাসা কোথা পাই।
নাহি জানি কোন জনে, যাব কার নিকেতনে,
অন্তরেতে ভাবিতেছি তাই॥
এত শুনি গোপী বলে, চল তবে কুতূহলে,
মম বাসে দিব এক ঘর।
যাবৎ থাকিতে হয়, থাক গিয়া মহাশয়,
কভু না হইও ভাবান্তর॥
শ্রবণে কুমার হেন, আনন্দিত হয়ে যেন,
মগ্ন হৈল সুখের সাগরে।
অতঃপরে গোপিকারে, আই বলি বারম্বারে,
জিজ্ঞাসিল সুমধুর স্বরে॥
তোমার কে আছে আই, প্রকাশি বলহ তাই,
বাঞ্ছা করি শুনিবারে চাই।
আমার আইর রূপ, সদৃশ তোমার রূপ,
ডাকিতেছি তাই বলি আই॥

শুনি তবে গোপী কয়, কেহ নাহি মহাশয়,
　　একা মাত্র থাকি নিকেতনে ।
আছে পতি দুরাশয়, দেশান্তরে সদা রয়,
　　কভু নাহি মোরে করে মনে ॥
তাহার এখানে আশা, নাহি করি কভু আশা,
　　দুগ্ধ বেচি রাজার মন্দিরে ।
যেমন তেমন করি, কাটে দিবা বিভাবরী,
　　আর নাহি চাহি তারে ফিরে ॥
এই মত আলাপনে, অবশেষে গোপী সনে,
　　কুমার যাইয়া তার বাসে ।
স্নানাদি ভোজন করে, অশ্ব রক্ষকের তরে,
　　গোপী প্রতি কয় মৃদুভাষে ॥
শুন শুন ওগো আই, বল দেখি কোথা পাই,
　　বাজির রক্ষক এক জন ।
কি কপেতে হরিদ্বয়ে, রাখিব তব আলয়ে,
　　ছিন্ন ভিন্ন করিবে ভবন ।।
এত শুনি গোপী গিয়া, বাজারেতে উত্তরিয়া,
　　হয়ের পালক লয়ে সনে ।
আসিয়া আপন ঘরে, অশ্ব দিয়া তার করে,
　　কহিল যে রাখিও যতনে ॥

দশ মুদ্রা প্রতি মাসে, যোগাইব তব পাশে,
এত শুনি অন্ন লয়ে যায়।
স্মরি পদ শারদার, চন্দ্রকান্ত শিকদার,
পণ্ডিত পার্ব্বতী হয়ে গায়॥

শরৎ বর্ণন।

লঘু ত্রৌপদী।

শরদের সৈন্য যত, নবরাজের হত,
তাহা হেরি প্রজাগণ, শরদন্তুষ্ট রে।
একেতো আবৃত কায়, রাজ্যচ্যুত হয়ে তায়,
বরষা রাজন তাপে, পলে কত শত রে॥
শরদ স্বদল বলে, ডাকিয়া সবারে বলে,
শুন শুন সর্ব্ব জনে, মম বাক্য ধর রে।
নিজ নিজ কাষ গিয়া, কর তাহা মন দিয়া,
বাহুবলে রাজ্য রক্ষা, কর নিরন্তর রে॥
আজ্ঞা পায়ে চরগণ, চলে তারা অগণন,
স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে সবে, হয়ে প্রফুল্লিত রে।
গিয়া সবে পরস্পরে, মহানন্দে কর্ম করে,
বাহুবলে দিয়া জয়, সবে তানান্বিত রে॥

এ দিকেতে নিজ বল, প্রকাশিতে দল বল,
যত ছিল জলদের, আসি অহঙ্কারে রে।
নভো আচ্ছাদন করি, রহে কিবা বিস্তারবরী,
বিশ্বশোভা গিয়া প্রায়, হয় অন্ধকার রে॥
গরজে গভীর নাদ, সবে গণে সুপ্রমাদ,
কিন্তু সে গর্জ্জন হয়, স্থায়ী অল্পক্ষণ রে।
জলদে জলদময়, যতেক মণ্ডূকচয়,
নীরে শির বক্র করি, করয়ে ভ্রমণ রে॥
গড় গড় গুড় গুড়, হুড় হুড় দুড় দুড়,
গুড়ুম গুড়ুম গুম, কড় কড় করে রে।
শুনি শব্দ ভয়ঙ্কর, মর্ত্যভূমে যত নর,
স্তব্ধপ্রায় হয়ে সবে, কাঁপে থর থর রে॥
জলদ হইতে জল, পড়ে কিবা সুশীতল,
চাতক চাতকী ধায়, করিবারে পান রে।
মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী, হয়ে অতি উল্লাসিনী,
নীরদ হইতে কিবা, করে আলো দান রে॥
যত ছিল জলাশয়, সলিলে সংপূর্ণ হয়,
সরসী তড়াগ আদি, নদ নদীচয় রে।
ধরায় না ধরে বন, কমল কুমুদ বন,
ভেসে যায় স্রোতভরে, কিবা শোভা হয় রে॥

হংস আর হংসীগণে, সুখোদয় সন্তরণে,
দর্শকেরা হরষিত, করিয়া দর্শন রে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা করি দূর, গান করে সুমধুর,
বিজনেতে ঝাঁকে ঝাঁকে, বসি দ্বিজগণ রে॥
সুধা রূপ সুধাকর, সুপ্রকাশে স্বীয় কর,
চকোর চকোরী ধায়, সুধাপান তরে রে।
হেরিলে তেমন শশী, ঘুচে যায় মনোমসী,
মহাসুখোদয় হয়, দর্শক অন্তরে রে॥
এইমত নানারঙ্গে, সহচর লয়ে সঙ্গে,
সুশীল শরৎ আসি, করে অধিকার রে।
কালীপদ মনে স্মরে, শরৎ বর্ণন করে,
বিপ্রের নন্দন চন্দ্রকান্ত শিকদারে রে॥

পতিতপাবনের যোগ সাধন।

পয়ার।

শ্মশানেতে দিবা নিশি বসিয়া পতিত।
যোগে রত অবিরত হইয়া পতিত॥
শরতের বৃষ্টি কত লাগিল সে কায়।
তথাপি চেতন নাহি পড়ে মৃত্তিকায়॥

নিদ্রাহার ত্যজ্য করি সাধনেতে রত।
ক্রমেতে শরৎ রাজ হইলেন গত॥
হেমন্তের অধিকার হইল ধরায়।
মৃদুমন্দ ভাবে বহে উত্তরীয় বায়॥
ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প শীত অনুভব।
বিরহিকে জ্বালাতন করে মনোভব॥
এত হিম রাত্রিকালে ধরায় পতন।
প্রাতে বোধ হয় যেন বৃষ্টি বরিষণ॥
নরলোকে সুরগণে শীতবস্ত্র যত।
ব্যবহার করে সবে নিজ অভিমত॥
নিশির শশীরে আভা ঢাকিল শিশিরে।
অশনি পড়িল যেন নবোঢ়ার শিরে॥
শর্করীর পরিমাণ হইল বিস্তর।
থর থর কাঁপে যেতে পতির গোচর॥
দিনকর ক্ষীণকর হইতে লাগিল।
আয়ু ক্ষয় বায়ুচয় প্রধানে হইল॥
নীড় ছাড়ি পক্ষিগণ প্রায় নাহি যায়।
সুমধুর স্বরে গান আর নাহি গায়॥
বিয়োগীর দুঃখ বড় সংযোগীর সুখ।
প্রফুল্ল না হেরি বিরহিণীদের মুখ॥

গোপালে না খায় ঘাস শিশিরের ভরে।
সুখেতে পোহায় নিশা নাগরী নাগরে॥
তরুলতা আদি সবে হইল মলিন।
আর নাহি হেরি নীরে প্রফুল্ল নলিন॥
আর না শুনিতে পাই ভৃঙ্গের কাকলি।
আর না দেখিতে পাই আকাশে বিজলি॥
এমতে হেমন্ত রাজ আইল ধরায়।
নেহারি তাহার দাপ ভয়ে কাঁপে কায়॥
দুরন্ত হেমন্তে ভয় না করি পতিত।
আবরত ধ্যানে মনে সে রূপ অসিত॥
মহামায়া পতিতের হেরি হেন যোগ।
জানিলেন বহু ক্লেশ করিতেছে ভোগ॥
সদয়া হইয়া তারে পশুপতি-রাণী।
অন্তরীক্ষে থাকি কহে সুমধুর বাণী॥
মিছা আর কেন বাছা পাও এত ক্লেশ।
তোমার শরীরে আর নাহি পাপলেশ॥
শীঘ্রগতি যাও তুমি মন্ত্রির সদনে।
বাসা করি আছে সেই গোপীর ভবনে॥
তাই বলি তব মন্ত্রী ডাকে গোপিকায়।
গোপীও নাপিত বলি ডাকয়ে তাহায়॥

তুমি গিয়া ভাই বলি ডাকিবে সে জনে
কুবাসনা কভু আশা নাহি করো মনে ॥
তাহার সঙ্গেতে যদি করহ কুকর্ম্ম।
তা হলে হইবে তব বিষম অধর্ম্ম ॥
সাবধানে থেক সদা অহে যুবরাজ।
মন লাজ ত্যজি সদা করোনা কুকায ॥
অসময়ে সে জন তব হইবে সহায়।
পার্ব্বতী হইবে প্রাপ্ত তাহার কৃপায় ॥
আর এক কথা কহি শুনহ শ্রবণ।
কুমারে লইয়া সনে রাজার ভবন ॥
আনন্দে করহ গিয়া সাঙ্গাফির কায।
অবশ্য পূরিবে আশ অহে যুবরাজ ॥
এইমত মহামায়া বলি দৈববাণী।
হিমাচলে গেল চলে ভবের ভবানী ॥
দ্বিজ চন্দ্রকান্ত স্মরি তাঁহার চরণ।
পতিতপার্ব্বতী সুখে করে বিরচন ॥

রাণী কাদম্বিনীর প্রতি কালিকার স্বপ্ন।

চৌটিক।

ক্রমে তিন মাস হইল অতীত।
তবু না আইল স্বদেশে পতিত॥
ভাবিয়া রাজন হইল অস্থির।
উপায় না পায় নেত্রে বহে নীর॥
এদিকে মহিষী না হেরে তনয়।
নিয়ত তাঁহার কুণ্ঠিত হৃদয়॥
কখন বসিয়া করিছে ক্রন্দন।
কখন কপালে হানিছে কঙ্কণ॥
কখন ত্যজিয়া অঙ্গের ভূষণ।
বলিছে বদনে পতিতপাবন॥
বদনে ওদন সহিত তাঁহার।
কেবল অনিল করেন আহার॥
অন্ন জল ত্যজি এমতে মহিষী।
হইল যেমন উন্মত্তা মহিষী॥
সুবর্ণ বরণ বিবর্ণ হইল।
অঙ্গেতে বসন কেবল রহিল॥
বিহনে প্রাণের কুমার পতিত।
ক্ষণে ক্ষণে হন স্পন্দন রহিত॥

পতিত ব্যতিত আর নাহি সুত।
যে তাহারে হেরি হবে সুখযুত।।
এক মাত্র সুত আছয়ে পতিত।
তাহারে না হেরি সতত দুঃখিত।।
অপর ঘটনা করহ শ্রবণ।
যে রূপে জানিল সেখানে স্বপন।।
একদা মহিষী করিয়া রোদন।
অঞ্চল পাতিয়া করিল শয়ন।।
এমন সময় শিবের শঙ্করী।
হইয়া রমণী পরম সুন্দরী।।
রাণীর শিখরে দিয়া দরশন।
স্বপনে তাঁহারে বলিছে বচন।।
শুন গো ভারতি রাজার মহিষী।
পুত্র তরে বাথ কেন দিবা নিশি।।
কেনবা সর্ব্বদা করহ ক্রন্দন।
দ্বিমাস অন্তরে পাইবে নন্দন।।
করিয়া বিবাহ তোমার তনয়।
অঙ্গনা লইয়া আসিবে আলয়।।
রোদনেতে রত থেকো নাহি আর।
মম বাক্যে হবে আশার সুসার।।

এমতে রাণীরে দেখায়ে স্বপন ।
শিবের গৃহিণী করিল গমন ॥
ভবানী যাইলে রাজার বনিতা ।
নিদ্রা হৈতে উঠে হয়ে চমকিতা ॥
ঢুলু ঢুলু আঁখি চারি পাশে চায় ।
কিছু না নিকটে হেরিবারে পায় ॥
অমনি যাইয়া রাজার মহলে ।
স্বপ্ন বিবরণ সমুদয় বলে ॥
শুনিয়া রাণীর একপ স্বপন ।
বিবিধ প্রবোধ দিলেন রাজন ॥
পাইবে নিশ্চয় নন্দন তোমার ।
আসিবে অবশ্য ফিরিয়া আপনি ॥
আর না কান্দিও বসিয়া বিরলে ।
আর না ভাসিও নয়নেরি জলে ॥
এরূপে রাণীকে করে নৃপ শান্ত ।
ত্রোটকে রচিল দ্বিজ চন্দ্রকান্ত ॥

পতিতপাবনের সহিত গোয়ালিনীর সম্ভাষণ।

পয়ার।

ভবানীর আজ্ঞা প্রাপ্তে পতিত রাজন।
উপনীত হইলেন গোপীর ভবন॥
পতিতে হেরিয়া গোপী মধুর বচনে।
কুমারে ডাকিয়া কয় আনন্দিত মনে॥
দেখরে নাতিন্ এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী।
আমার আলয়ে এবে উপনীত আসি॥
বোধ করি তব ভ্রাতা হবে এই জন।
মরি মরি কিবা রূপ করেছে ধারণ॥
এরূপ স্বরূপ রূপ না হেরি ভুবনে।
নেহারি গগণচন্দ্র চলে অস্তাচলে॥
কর পদ কক্ষ বক্ষঃ গণ্ড ওষ্ঠাধর।
নাসিকা শ্রবণ আদি অতি মনোহর॥
কটাক্ষে নাচায় কিবা নয়ন খঞ্জন।
হেরিয়া উহার ভঙ্গী অস্থির জীবন॥
বল রে নাতিন্ যদি হয় তব ভাই।
তা হলে এ জনে লয়ে ক্ষণেক জুড়াই॥
এই রূপ বলি গোপী মৃদু-মন্দ হাসে।
উপনীত হৈল আসি পতিতের পাশে।

সুমধুর ভাষে পরে জিজ্ঞাসে তাহার।
কার পুত্র কিবা নাম আবাস কোথায়॥
পণ্ডিত হাঁসিয়া তবে করে প্রত্যুত্তর।
আমার আলয় হয় রসিক নগর॥
প্রেমনাথ নাম মম প্রেম ভিক্ষা করি।
প্রেমেতে সন্ন্যাসিবেশে সদা কাল চরি।
প্রমদা শ্বশুর নাম আমার পিতার।
শুন বলি শুনা সংজ্ঞা জীবন তাহার॥
প্রেম আশে তব পাশে আছি উপনীত।
প্রেমভিক্ষা দিয়া ত্বরা কর প্রফুল্লিত॥
প্রেমের ঈশ্বরী তুমি আছয়ে প্রকাশ।
তূর্ণ পরিপূর্ণ কর মম অভিলাষ॥
পণ্ডিতের বাণী শুনি কহে গোয়ালিনী।
তব উপযুক্ত মম আছয়ে নাতিনী॥
তাহার সহিতে তব হইলে প্রেমযোগ।
অনায়াসে দিবা রাত্র হয় সুখভোগ॥
বৃদ্ধা গোয়ালিনী আমি শুদিক কমল।
মধু নাহি পায় বঁধু তাহে নিরমল॥
যেমন নবীন অলি তুমি হে নাগর।
তেমন তোমারে সাজে রসের সাগর॥

এতেক শুনিয়া তবে কহিছে পণ্ডিত।
একেবারে রসার্ণবে হইয়া পতিত॥
কহ দেখি ওগো আই কেবা সেই জন।
কিবা রূপ রূপ সেই করেছে ধারণ॥
গোয়ালিনী বলে হাসি শুনহ সকল।
দেবরাজ নামে ভূপ প্রতাপে প্রবল॥
তার কন্যা ধরা ধন্যা নামেতে পার্ব্বতী।
হেরিয়া যাঁহার রূপ মুগ্ধ রতিপতি॥
গগণ বিহারি বিধু লাজে অস্ত যায়।
গোলাপ কমল চাঁপা করে হায় হায়॥
মৃগ মীন নেহারিয়া তাহার নয়নে।
আক্ষেপেতে দোঁহে সদা বাস করে বনে॥
কাদম্বিনী কেশ কান্তি করিয়া দর্শন।
করিয়াছে লাজ ভরে নভে পলায়ন॥
সুদীর্ঘ ললাট জঙ্ঘ অপরূপ রূপে।
ভ্রুভঙ্গ হেরিয়া কাম পড়ে কামকূপে॥
সে পার্ব্বতী পার্ব্বতীর হরেছে বদন।
তড়িত জড়িত হাসি অতি সুদর্শন॥
কিবা মঞ্জনেতে শোভা হয়েছে দশনে।
তাহা হেরি কুন্দ পুষ্প বাস করে বনে॥

পিক আর শুক পক্ষী শুনি তার ভাষা।
হতাশা হইয়া তারা বনে করে বাসা॥
গলে গজমুক্তি হার সুবর্ণে খচিত।
সে প্রভায় লাজ পায় ভানু নবোদিত॥
মহীধর জিনি দুগ্ধ পয়োধর তাঁর।
আক্ষেপে দাড়িম্ব পাকি কাটে অনিবার।
বদনের শোভা হেরি পূর্ণ শশধরে।
অর্দ্ধ ভাগে আছে তার চরণ নখরে॥
কটিদেশ হেরি তার কেশরী সঘনে।
ত্রপাতে ঢেকেছে কোটি দুর্গার চরণে॥
এই রূপ রূপ ধরে রাজার কুমারী।
ভাবে বুঝে দেখ বাছা কেমন সে নারী।
যেমন সুন্দরী ধনী ততোধিক গুণ।
রসিক প্রেমিকগণে হেরে হয় খুন॥
কালিকার পূজা বিনা নাহি খায় জল।
ধর্ম্ম কর্ম্মে অহরহ থাকয়ে চঞ্চল॥
যে অবধি তাঁর জন্ম হয়েছেরে ভাই।
সে অবধি দুগ্ধ তারে প্রত্যহ যোগাই॥
শৈশব সময়াবধি ডাকে আই বলে।
আমিও নাতিনী বলি অতি কুতূহলে॥

প্রাণের অধিক ভালবাসে সে আমায়।
না দেখিলে এক দিন করে হায় হায়॥
সে চাঁদের সহ তব হইলে প্রণয়।
মম হৃদি ব্যোমে হয় সুখ সমুদয়॥
পণ্ডিত কহিছে হাসি শুন ওগো আই।
কি রূপে দেখিব তারে বল দেখি তাই॥
গোপী কয় শুন ওহে নবীন নাভীন।
দেখাব তোমায় তারে আনি এক দিন॥
কহিছে পণ্ডিত তবে গোপীর সদন।
বাঞ্ছা হয় অদ্য তারে করি দরশন॥
শুনিয়া সে রূপনিধি অন্তরে দ্বিগুণ।
প্রবল হইয়া দহে বিরহ-আগুন॥
সচঞ্চল প্রাণপাখী ধৈর্য্য নাহি ধরে।
মদন সন্ধান করে থাকিয়া অন্তরে॥
শুনিয়া তাহার বাণী গোপী কয় হাসি।
উন্মাদ হইলে কেন নবীন সন্ন্যাসী॥
অদ্য থাক সহ্য করি বিরহের জ্বালা।
কল্য দিবে দরশন সেই রাজবালা॥
রাজার আছয়ে এক অপূর্ব্ব উদ্যান।
যার অপরূপ শোভা জগৎ ব্যাখ্যান॥

সে উদ্যানে কন্যা তারে আনিব নিশ্চয়।
দেখিও পরাণ তার যত মনে লয়॥
এত শুনি যুবরাজ করে স্নানাহার।
আনন্দেতে ভণে চন্দ্রকান্ত শিকদার॥

পার্ব্বতীর পাশে পণ্ডিতের রূপ বর্ণন।

দীর্ঘত্রিপদী।

এদিকে পণ্ডিত রায়, স্নানাহার হৈলে সায়,
মন্ত্রী সঙ্গে নানা তান্যা ভাসে।
ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে, দিনাকর গেল চলে,
ত্রিযামা আইল মনোল্লাসে॥
দিবাকর গত প্রায়, হেরিয়া পণ্ডিত রায়,
সরোবরে গিয়া মন্ত্রী সনে।
বসিয়া তড়াগ তীরে, আনন্দে তাহার নীরে,
সায়ংসন্ধ্যা করিল দুজনে॥
অতঃপরে গোপী ঘরে, আসি প্রফুল্লিতান্তরে
দুইজনে করিল শয়ন।
ক্রমে নিশা অবসান, কোকিল করিল গান,
মহীপরে উদিত তপন॥

বিভাবরী হৈল দূর, গীত গায় সুমধুর,
পক্ষীগণ হয়ে প্রফুল্লিত।
গোয়ালিনী এ সময়ে, আনন্দে রাজারাময়ে,
হাস্যমুখে হৈল উপনীত॥
গোপীরে আগত হেরি, পার্ব্বতী না করি দেরি,
আসি হাসি গোপীর সদনে।
জিজ্ঞাসে মধুর ভাষে, কেন আই মনোল্লাসে,
আগমন আমার ভবনে॥
গোপী কয় মৃদুহাসি, শুনলো নাতিনী আসি,
নাতিনী আমাই মনোহর।
পাইয়াছি নিজ করে, আনিব কেমন করে,
রাখিয়াছি আপনার ঘর॥
সে যে অতি অপরূপ, সে রূপ স্বরূপ রূপ,
সুরূপ না হেরি ধরাপরে।
মস্তকে বাবরি-কেশ, সৌন্দর্য্যের এক শেষ,
বোধ হয় আছে হর ঘরে॥
সুদীর্ঘ সুন্দর ভাল, কপোলে করয়ে আল,
দর্শনেতে আনন্দ উদয়।
হেরিয়া ভ্রুর শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
ইন্দ্রধনু অন্তরীক্ষে রয়॥

হেরিয়া সে মুখশশী, লাজেতে গগণশশী,
থাকে বসি চরণ নখরে।
তাহাতে গোঁপের রেখা, যেন ঘন চন্দ্রে দেখা,
মুখে সুধা রাশি রাশি ক্ষরে॥
কি সে দশন মূল, হেরিয়া কুন্দফুল,
আক্ষেপেতে বাস করে বনে।
তাম্বূল খাইলে তায়, মুক্তা সম দেখা যায়,
তারকে দেখহ ভাবি মনে।
তড়িত সদৃশ হাস, তাহা হেরি সুপ্রকাশ,
চপলা চঞ্চলা অতিশয়।
শুনি সুমধুর বাণী, হয়ে অতি অভিমানী,
বনে থাকে পিক শুক চয়॥
জিনি বিম্ব ওষ্ঠাধর, তাহে শোভা মনোহর,
তরুণ অরুণ রূপ তার।
আজানুলম্বিত হয়, যে জনার ভুজদ্বয়,
রূপে যার করে হাহাকার॥
কোটির বর্ণনা যত, এক মুখে কব কত,
বর্ণনেতে না হয় বর্ণন।
হেরি উরু মনোহরা, রামরম্ভা তরু যারা,
লাজভরে ত্যজয়ে জীবন॥

শুনি সে কুমার কান্তি কামে কলেবর।
অস্থির হয়েছে অতি আছি ভাবান্তর॥
চলিলাম আমি অদ্য পিতৃ পুষ্পোদ্যানে।
থাকিব একান্ত চিত্তে সে কান্তের ধ্যানে॥
মনে মনে সেই জন্যে করিলাম গতি।
কহিবে সে কান্তে তুমি তিনি মতি গতি॥
ত্বরান্বিত প্রিয়া তুমি আপনার ঘর।
আনিবে তাঁহারে ত্বরা আমার গোচর॥
এ রূপে পার্ব্বতী বলি গোপীর সদন।
উপনীত মাতৃপাশে হৈল ততক্ষণ॥
আসিয়া মাতার পাশে সবিনয়ে বাণী।
কহিতে লাগিল যোড় করি দুই পাণি॥
শুন গো জননি আমি করি নিবেদন।
পুষ্পোদ্যানে যাব অদ্য করিতে ভ্রমণ॥
ইহার বিহিত আজ্ঞা করহ প্রদান।
সখীগণ সঙ্গে যাই চড়ি দিব্য যান॥
শ্রবণে কন্যার কথা কহিলেন রাণী।
হয়ে থাকে আশ যাও আমি শূলপাণি॥
মাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে পার্ব্বতী কুমারী।
উপনীত পুষ্পোদ্যানে সঙ্গে সহচরী॥

এ দিকেতে গোপী দিয়া দিক নিকেতন।
পতিতের পাশে সব করিল বর্ণন॥
শুনিয়া গোপীর ভাষা পতিত সুন্দর।
বিচিত্র বসন ভূষা পরিল সত্বর॥
অতঃপর গোপী সনে হয়ে প্রফুল্লিত।
কুসুমকাননে ত্বরা হৈল উপনীত॥
দেখেন পার্ব্বতী আর যত সখীগণে।
সে বনে রয়েছে সবে আনন্দ মনে॥
কেহ বা তুলিয়া ফুল মল্লিকা মালতী।
সুখেতে গ্রথিত করি সাজায় পার্ব্বতী॥
কেহ বা গোলাপ তুলি আনন্দিতান্তরে।
দিতেছে সাজায়ে পার্ব্বতীর বেণীপরে॥
কেহ বা কমল হৈতে বিমল কুন্তলে।
চয়ন করিয়া তার দেয় করকুলে॥
কেহ বা বকুল দিয়া গাঁথা নির্ম্মাইয়া।
সাজন করিছে সুখে নিকটে বসিয়া॥
পার্ব্বতীর রূপ হেরি অস্থির পতিত।
একেবারে কামকূপে হইল পতিত॥
গোপিকা হেরিয়া হাসি খলখল হাসে।
পতিতপার্ব্বতী হিত রচনার আশে॥

পণ্ডিতপাদের সহ পার্ব্বতীর সহিত রসালাপ।

টমক ছন্দ।

পণ্ডিতেরে উত্তমেং, হেরি বলে,
পার্ব্বতী সুন্দরী।
কিবা রূপ হেরিলাম আমরি আমরি॥
গোপীকা বলিয়াছিলং, দেখাইল,
এ হেন নাগরে।
একেবারে দিনু ঝাঁপ বিরহ সাগরে॥
যদি এ নাগররায়ং, রাখি পায়,
করেন উদ্ধার।
তবে ত্রাণ তা নহিলে যাব যমদ্বার॥
এমতে পার্ব্বতী বলেং, কুতুহলে,
শুনিয়া পণ্ডিত।
কামিনীর কাছে আসি হৈল উপনীত॥
পার্ব্বতীর পাশে আসিং, হাসি হাসি,
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে।
কে তুমি বসিয়া কেথা বনের উদ্দ্যানে॥
পার্ব্বতী হাসিয়া কহেং, কাবে সহে,
পণ্ডিতের পায়।
... ... তুমি নহে লক্ষ্য॥

ওহে তুমি যার তত্ত্বে এ নগরে,
কর অন্বেষণ ॥
সেই জন হই আমি শুন প্রাণধন ॥
শুনিয়া পতিত রাজ, কহে তাঁরে,
মধুর বচনে ।
আসিয়াছি এ নগরে তোমাকে দর্শনে ॥
দর্শনেতে কিবা ফল, তাহা বল,
করিব শ্রবণ ।
এক কথা ভিক্ষা করি তোমার সদন ॥
শুন ওলো রসবতী, আমা প্রতি,
করুণা করিয়া ।
এ বিপদে কর ত্রাণ কৃপা প্রকাশিয়া ॥
শরের প্রথর শরে, কহলারকে,
করতে সন্ধান ।
তাহা হেরি পিক বৈরী করে গুণ গান ।
গুঞ্জরি ভ্রমরাবলী, ফুলদল, [illegible]
[illegible]
মন্দ হ্রাস হেরি মনে মধু [illegible] ॥
মলয়াখ্যাক্রান্ত [illegible]
[illegible]

হাহাতে খুলিয়া পড়ে পরিধান বাস ।

হেরি তব কুচকলি২, কুতূহলি

হয়ে মমান্তর ।

একে চাহে ধরা তব পয়োধর দ্বয় ।।

অধর হেরিয়া ধর২, সুগন্তর,

সুধাপান তরে ।

উৎসুক হয়েছে যেতে তোমার অধরে ।

কি করি সহিতে নারি২, তুমি নারী

যদ্যপি জানিয়া ।

এতগুলি বৈরীগণে রাখ নিবারিয়া ।।

তাহা হলে বাঁচি প্রাণে বৈরী হানে,

পাই পুনর্জ্জীবন ।

মনোসুখে করি পরে স্বস্থানে প্রস্থান ।।

পার্ব্বতী শুনিয়া হেন২, তুমি যেন

পড়িয়া বিপদে ।

পণ্ডিতের প্রতি তবে মৃদুভাষে কহে ।

শুন ওহে রসরাজ২, ত্যজি লাজ

করি নিবেদন ।

হৃদিপদ্ম প্রস্ফুটিত হেরি এইক্ষণ ।।

তাহেতে [illegible], [illegible]

তক্ষণ করিয়া সেঁহে নিজ মনে নীতি ॥
যাইল মনের দুঃখে, হাস্য মুখে,
অপূর্ব্ব শয্যায়
অন্তরে সেই স্থানে রহিল নিদ্রায় ॥
ছিলবর চন্দ্রকান্ত, কালিকান্ত,
ভাবিয়া অন্তরে
পতিতপার্ব্বতী গ্রন্থ বিরচন করে ॥

পতিতপাবন কর্ত্তৃক গোয়ালিনীকে জিজ্ঞাসা ।

পয়ার ।

পতিতের পাশ হৈতে গিয়া গোয়ালিনী ।
কুমারের ভাব দেখি হইল দুঃখিনী ॥
দেখে যে কুমার নাহি করিয়াছে স্নান ।
প্রভাকর করে তার মলিন বয়ান ॥
জানুতে কপোল দিয়া ভাবিছে বসিয়া ।
হেনকালে গোপী তথা নিকটে ডাকিয়া ॥
কেনরে নাতিন্ আজি বিরস বদনে ।
স্নান পূজা নাহি কর কিসের কারণে ॥

ক্রমেতে অত্যন্ত তবে হইলে ভুবনে।
গোয়ালিনী কহে বাণী বিনয় বচনে॥
দিবসেতে একি কাণ্ড একত্রে শয়ন।
একেবারে লাজ ভয় দিলে বিসর্জ্জন॥
যেমন নাতিনী নথ তেমনি নাতীন্।
একেবারে হইয়াছে দোঁহে হ্রীতাহীন॥
কুশ্রী গোপীকা আমি তোমাদের আই।
মোরে দেখি কিছু মাত্র লজ্জা হৈল নাই॥
শুনিয়া গোপীর বাণী কহিছে পণ্ডিত।
তোমার সাক্ষাতে কিসে হইব লজ্জিত॥
আমি অজ্ঞ তুমি আই জানহ সকল।
তোমার নিকটে কেন ছিলে আছে বল॥
তুমি না করিলে কৃপা কেমনে এখন।
অধীনের সঙ্গে বল হৈত সংঘটন॥
এখন কি জন্য তুমি প্রকাশিছ রোষ।
বল আই কিবা মোর দেখিয়াছ দোষ॥
এইরূপ আলাপনে দিবা হৈল গত।
নিশা হেরি স্বস্থানেতে যায় জীব যত॥
পণ্ডিত বলেন তবে শুন ওলো আই।
কি রূপে কুমারে আজি বল দেখি তাই॥

মহানন্দে নিদ্রিত সে হইল তথায়।
পতিত পার্ব্বতী দ্বিজ চন্দ্রকান্ত গায়॥

পার্ব্বতীর সহিত পতিতপাবনের বিহার।

দীর্ঘ পয়ার।

লুকাইলে সখীগণ, লুকাইলে সখীগণ।
প্রিয়সঙ্গে রসরঙ্গে মাতিল দুজন॥
মহীপতি কুতূহলে, মহীপতি কুতূহলে।
কামরঙ্গে বসি সুরে কামিনীর গলে॥
মুখে চুম্বায় অধরে, মুখে চুম্বায় অধরে।
অমনি কামিনী কামে উঠিল শীহরে॥
করে ধরে পয়োধর, করে ধরে পয়োধর।
রমণী স্মরের শরে কাঁপে থর থর॥
ত্যজি লাজ আর ভয়, ত্যজি লাজ আর ভয়।
পতিতে পার্ব্বতী সহে মহানন্দে রয়॥
পরে পতিত রাজন, পরে পতিত রাজন।
পার্ব্বতীর হৃদিরথে করে আরোহণ॥
উঠি রথের উপরে, উঠি রথের উপরে।
সারথীরে সানুমতি চালাইতে করে॥

কোটি সারথী স্ববলে, কোটি সারথী স্ববলে ।
চালাইল কান্ত অশ্বে অতি কুতূহলে ॥
বেগে ধায় দুই হরি, বেগে ধায় দুই হরি ।
নারীর নিতম্ব চক্র নাড়ে ত্বরাত্বরি ॥
উড়ে কেশের নিশান, উড়ে কেশের নিশান ।
ফুটে মুখ অর্দ্ধোভাবে ফণেন্দ্র উঠান ॥
বাজে যত অলঙ্কার, বাজে যত অলঙ্কার ।
ঘুর ঘুর রুণু ঝুনু শব্দ চমৎকার ॥
হেরি অনঙ্গ প্রসঙ্গ, হেরি অনঙ্গ প্রসঙ্গ ।
ত্রাসে ভঙ্গ দিয়া যেন লুকায় অনঙ্গ ॥
পরে কহিছে নাগরী, পরে কহিছে নাগরী ।
ছাড় ছাড় প্রাণনাথ উঠ মরি মরি ॥
উঠ যাইল ভুলিয়া, উঠ যাইল ভুলিয়া ।
যাও যাও আমি তবে যাইছে চলিয়া ॥
আমি অবলা সরলা, আমি অবলা সরলা ।
তোমার রমণে নাথ হইনু চঞ্চলা ॥
কভু ত্যজি ভয় লাজ, কভু ত্যজি ভয় লাজ ।
নাহি সাধিয়াছি হেন বিপরীত কায ॥
মজি তোমার এপ্রেমে, মজি তোমার এপ্রেমে ।
নিজ পরাক্রমে নাথ মজাইলে ক্রমে ॥

আমি কুলবালা নারী, আমি কুলবালা নারী ।
তোমার শৃঙ্গার হেন সহিতে যে নারি ॥
আমি ধরি হে চরণে, আমি ধরি হে চরণে ।
কৃপাকরি দেও ছাড়ি একাধীনী জনে ॥
কহে হাসিয়া নাগর, কহে হাসিয়া নাগর ।
কেন ওহে প্রাণপ্রিয়া হয়েছ কাতর ॥
অগ্রে হাসিয়া হাসিয়া, অগ্রে হাসিয়া হাসিয়া ।
বাঞ্ছিলে মধুমনে সম্মুখে বসিয়া ॥
মম হৃদয় কমলে, মম হৃদয় কমলে ।
মকরন্দে পূর্ণ হয়ে পড়িতেছে উছলে ॥
ভয়ে নাহি কোন অলি, ভয়ে নাহি কোন অলি ।
এমধু করিয়া পান হয় কুতূহলী ॥
শুনি তোমার বচন, শুনি তোমার বচন ।
মধুপান হেতু আমি করেছি ভ্রমণ ॥
মধুপান হৈলে শেষ, মধুপান হৈলে শেষ ।
মিটিবে আমার তবে মনের আবেশ ॥
শুনি কহিতেছে ধনী, শুনি কহিতেছে ধনী ।
শুন শুন নিবেদন ওহে গুণমণি ॥
মকরন্দ আছে যত, মকরন্দ আছে যত ।
একদিনে কৈলে পান আস্বাদন কত ॥

ক্রমে করিলে তা পান, ক্রমে করিলে তা পান
হরষিতে দিতে পারি যত চাহ দান ॥
করি এরূপ শ্রবণ, করি এরূপ শ্রবণ।
পতিত হইল ক্ষান্ত করিতে রমণ ॥
হৈলে কামকার্য্য সায়, হৈলে কামকার্য্য সায়।
পার্ব্বতীরে আচ্ছাদিল আসিয়া লজ্জায় ॥
লাজে মস্তকে অম্বর, লাজে মস্তকে অম্বর।
দিয়া নারী অধোমুখে বসিল সত্বর ॥
লয়ে এমতে কামিনী, লয়ে এমতে কামিনী।
পতিত সুখেতে করে পোহাল যামিনী ॥
ডাকে বৃক্ষে পিকবর, ডাকে বৃক্ষে পিকবর।
ভূমণ্ডলে নিজ কর প্রকাশে ভাস্কর ॥
ইহা হেরিয়া পতিত, ইহা হেরিয়া পতিত।
গোপীর আবাসে গিয়া হৈল উপনীত ॥
চন্দ্রকান্ত শিকদার, চন্দ্রকান্ত শিকদার।
মনানন্দে বিরচিল দোঁহার শৃঙ্গার ॥

তোমার সাহস নৃপ করিয়া দর্শন।
নিজ বালা তোমাকেই করিল অর্পণ॥
কুমারের স্বপ্ন শুনি পণ্ডিত বিস্ময়।
এইকালে দৈববাণী মনেতে উদয়॥
দৈববাণী মনে হৈলে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
বলে তাই চল যাই নৃপ নিকেতন॥
সিপাহীর কর্ম্মে তুষ্ট হইয়া দুজনে।
করিবেক প্রাণপণে অতি সযতনে॥
এই যুক্তি করি স্থির যাইয়া তখন।
স্নান পূজা করি করে রন্ধন ভোজন॥
অপর সিপাহী বেশ ধরিয়া দোঁহায়।
উপনীত হৈল গিয়া রাজার সভায়॥
দেবরাজ দণ্ডধর দেখি দোঁহাকারে।
কর্ম্ম উপলক্ষে আসিয়াছি সরকারে॥
জিজ্ঞাসা করেন তবে কেন আগমন।
কিবা আশে আসিয়াছ আমার সদন॥
কোথায় বসতি কর যাইবে কোথায়।
কিবা নাম ধর ওহে তোমরা দোঁহায়॥
এতেক শুনিয়া তবে কহে দুইজন।
সুমতি নগরে হয় দোঁহার ভবন॥

তাঁহাকার কর্ম্ম হেরি আনন্দে রাজন।
করিল বিবিধ মুদ্রা তোহারে অর্পণ॥
মুদ্রা লয়ে হৃষ্টমনে আসি গোপীধামে।
গোপীর করেতে দিল মুদ্রাসব ছানে॥
টাকা পেয়ে গোপী ত্বরা করিয়া গমন।
পার্ব্বতীরে কিছু কহিল বর্ণন॥
এত মুদ্রা গোপী করেছিল যারে।
পরিতোষ করি তাহা এল নিজাগারে॥
এমতে তুমাস কাল রাজসরকারে।
কর্ম্ম করে রহে সুখে হেন শিবদারে॥

পার্ব্বতীর বিরহ দুঃখোদয়।

একাবলি ছন্দ।

প্রভাতে পার্ব্বতী গোপীর কাছে।
জিজ্ঞাসে কেমনে প্রাণেশ আছে॥
গোপিকা তাহার উত্তর করে।
গমন করয়ে আপন ঘরে॥
এমতে কিয়ৎ দিবস যায়।
পার্ব্বতী বিরহে ঠেকিল দায়॥

একদা গোপীর গোপনে লয়ে।
বিবিধ প্রকারে দিলেন কয়ে॥
শুন লো শুন লো প্রাণের ভাই।
আমাতে আমিত্ব আরতো নাই॥
যখন বাটীতে যাইবে ফিরা।
কহিও কান্তেরে আমার কিরা॥
যামিনীযোগেতে গোপনভাবে।
কান্তার ভবনে অবশ্য যাবে॥
তোমারে না হেরে সে বড় দুঃখী।
দর্শনে তাহারে করিবে সুখী॥
এমতে পার্ব্বতী গোপীরে বলি।
সে স্থান হইতে যাইল চলি॥
গোপিকা আপন ভবনে আসি।
পতিরে সমস্ত কহিল ভাষি॥
শুন হে নাথিনি বচন মম।
নিষ্ঠুর না হেরি তোমার সম॥
তোমার লাগিয়া পার্ব্বতী সতী।
সর্ব্বদা তাহার অস্থির মতি॥
আমার বচন ধর হে ধর।
তাহার ভবনে গমন কর॥

পূর্ব্বে যবে জানিতাম সুখে এ কাননে।
কেমনে বর্ণিব তাহা আমি একাননে॥
মরি মরি কেটে যম গিয়াছে সে দিন,
কান্তধনে এইবারে হইলাম দীন॥
অই দেখ রহিয়াছে পিতার যে হয়।
আসিয়া নাশিয়া মোরে করুক সে হয়॥
নাথের নয়ন হরি লয়েছে কুরঙ্গ।
সে কারণে চেয়ে চেয়ে করিছে কুরঙ্গ॥
কান্ত বিনা বৃথা মোর শয়ন বসন।
ইচ্ছা নাহি হয় আর পরিতে বসন॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয়ার বায়ু।
নাথ বিনে সে পবনে অঙ্গে ধরে বায়ু॥
একে আমি হই সতী কুলবালা নারী।
কান্ত বিনে কামজ্বালা সহিতে যে নারি॥
দেখ দেখ সখীগণ অই পঞ্চশর।
সন্ধান করিল আসি মোরে পঞ্চশর॥
হৃদয়ে লাগিয়া বুঝি মদনের বাণ।
হৃদিনদী ভগ্ন হয়ে বহিতেছে বান॥
কি রূপে তাহাতে আমি বান্ধি এবে বেলা।
রক্ষা কর প্রাণনাথ আসি এইবেলা॥

তুমি অধীনীর ছিলে হৃদয়ভূষণ।
কি কায পরিয়া আর অঙ্গেতে ভূষণ॥
তোমা বিনে কটিদেশে দিলে পরে বিছা।
দংশন করয়ে মোরে হোয়ে যেন বিছা॥
কর্ণে যদি ওহে কান্ত পরি কর্ণফুলে।
অমনি বিরহে তব যাঁর কর্ণ ফুলে॥
দ্বিগুণ বাড়য়ে জ্বালা হস্তে দিলে বালা।
তোমা বিনে নানা যন্ত্রে জ্বলি কুলবালা॥
যদি কভু কেহ বলে মল দেয় পদে।
তোমা বিনে তাহে দুঃখ পাই পদে পদে॥
কঙ্কণ পরিনা কভু আপনার করে।
পরিলে তাহারে করে কন্ কন্ করে॥
যদ্যপি পরায়ে কেহ মোরে দেয় মতি।
তবে একেবারে হই ছিন্নভিন্ন মতি॥
পালঙ্কে তোমার বিনা শুই নাহি খাটে।
খাটেতে শয়ন মম আর নাহি খাটে॥
তোমা বিনে নাহি দেই মস্তক বালিসে।
একেবারে হইয়াছে নেত্রের বালি সে॥
তুমি হও ওহে কান্ত প্রাণের তোষক।
তোমা বিনে নাহি শুই লইয়া তোষক॥

প্রাণ গেলে নাহি যাই জীবন যেলানে।
অনুমান হয় যেন প্রাণের গেলা মে॥
তোমা বিনে এ অধম যাত নাহি পায়।
চাহি যে আমার কাছে তাহা নাহি পায়॥
কদাচ তাহারে যদি ডেকইহে জবাব।
তাহা হলে আর মোর সরে না জবাব॥
দিবা করিয়াছি নাথ থাবনা সন্দেশ।
যে অবধি নাহি পাই তোমার সন্দেশ॥
বাঞ্ছা নাহি হয় কার খাইবারে চিনি।
বিষের সমান সেই আমি তারে চিনি॥
কিছুতেই নহে সুখী আমার রসনা।
অরুচি সকলে তার কিছুতে রসনা॥
কেহ যদি কোন কথা করায় শ্রবণ।
শ্রবণ না করে তাহা আমার শ্রবণ॥
পুনঃ নাহি ফিরে আর যাইব হে বাড়ী।
ভবনে যাইলে হবে দুঃখ বাড়াবাড়ি॥
কেন বিধি মোর সনে করিলেন বাদ।
আর নাহি সবে মম অধরেতে বাদ॥
গুণনিধি লইলে রে নিদারুণ বিধি।
এই কি আমার ভালে ছিল তব বিধি॥

যখন লয়েছ তুমি কান্তধনে হরি।
বিনাশ করহ মোরে না উঠিতে হরি॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয় দুঃখ দিলে পরে।
তারাপেক্ষা কত দুঃখ পেতে হয় পরে॥
পরের করিতে মন্দ যেই চেষ্টা পায়।
সেই স্থানে শাস্তি তুমি দেও পায় পায়॥
অধিনীর পাপকর্ম্ম দেখিয়াছ কবে।
যে তুমি আমার পরে কটুবাণী কবে॥
অতএব শুন আমি তোরে বিধি বলি।
নাথের বিচ্ছেদ খড়্গে কেন দেও বলি॥
বর্ণবর্ণ বর্ণ মম হইয়াছে শ্যামা।
অধিনীর প্রতি কৃপা সুপ্রকাশ শ্যামা॥
যে কান্ত ছিলেন মম নয়নের তারা।
একান্ত তাহারে আনি দেও তুমি তারা॥
আমি মাতা হইয়াছি যে জনের দারা।
প্রাণ যায় এবে তাঁর বিচ্ছেদের দ্বারা॥
কেন তিনি ফেলি মোরে একূপ কান্তারে।
মনে নাহি একেবারে করেন কান্তারে॥
কান্ত বুঝি ত্যজ্য এবে করিয়া সুমতি।
কুমতি ধরিয়াছেন ছাড়িয়া সুমতি॥

বল দেখি ওমা তারা কেশরীবাহিনী।
নিবারণ করি কিসে দুঃখের বাহিনী॥
আচ্ছাদিল আসি মোরে দুঃখ দলবল।
তাদের করিতে ক্ষান্ত নাহি মম বল॥
যে হেরি বিরহার্ণব নাহি স্থল কূল।
রহিছে তাহাতে স্রোত করি কুলকুল॥
কার সাধ্য লয়ে যায় সেতুর অই পারে।
আসিলে সে প্রাণনাথ লয়ে যেতে পারে॥
অতএব কৃপা করি নাশি মনোকালি।
প্রাণকান্তে আনি ত্বরা দেও ওমা কালী॥
করিয়াছি তব পদ পূজা চিরকাল।
আজি আন প্রাণেশ্বরে না হইতে কাল॥
বুলবুল ডাকিতেছে সুমধুর স্বরে।
সেই স্বরে মম দুঃখে বাক্য নাহি সরে॥
নানা মত পক্ষীগণ যত গান গায়।
বিষ হয় বরিষণ অধিনীর গায়॥
এত বলি গিয়া ধনী পড়িল জীবনে।
সখীগণ গিয়া ধরে বাঁচাতে জীবনে॥
ব্যস্ত হয়ে বলে ধনী তোরা তো বৈরঙ্গ।
কভিন না মম সনে সর্ব্বদা বৈরঙ্গ॥

তোমাদের মনোমধ্যে কুমন্ত্রণা বা কি।
প্রকাশ করিয়া কহ নাহি রেখ বাকী॥
হায় হায় প্রাণ গেল আসি এই জলে।
বিরহেতে একেবারে গেল অঙ্গ জ্বলে॥
ভিজিয়া গিয়াছে মম পরিধান বাস।
আর নাহি ধরাপরে করিবনো বাস॥
ছাড় ছাড় ছাড় মোরে যত প্রাণসই।
এই বনে আমি অদ্য করি প্রাণনই॥
ইতিমধ্যে বৃক্ষোপরে বসি সারি সারি।
গাইতে লাগিল শুক সঙ্গে সঙ্গে শারী॥
এইরূপে কান্দে ধনী করি কান্ত কান্ত।
পণ্ডিত পার্ব্বতী গায় দ্বিজ চন্দ্রকান্ত॥

শারী শুকের সহিত আলাপন।

রূপকছন্দ।

সারি সারি, শুক শারী, বৃক্ষোপরে গাইছে।
সুললিত, শুনি গীত, ধনী তথা ধাইছে॥
গিয়া ধনী, করি ধ্বনি, শারী শুকে কহিছে।
কান্ত বিনা, এ নবীনা, মনাগুণে দহিছে॥

শারী শুক, মম বুক, বিরহেতে কাটিছে।
ক্ষুরধারে, বারে বারে, যেন মোরে কাটিছে ॥
তাহে হুল, দিয়া খুন, অধিনীরে করিছে।
সুখচয়, পেলো লয়, দুখে আসি পরিছে ॥
কান্ত তরে, নিরন্তরে, প্রাণ মম জ্বলিছে।
পঞ্চশরে, হানি শর, যেন মোরে হানিছে ॥
মউপক্ষে, পদে পদে, কোকগণ গাইছে।
শুনি স্বর, বিষধর, প্রাণ উড়ে যাইছে ॥
মৃত ফুল, ধরি শূল, মোরে যেন মারিছে।
বজ্র সম, অঙ্গে মম, লাগি মোরে গাঁথিছে ॥
বল বল, সে নবল আমারে কি স্মরিছে।
তার লাগি, এ বিরাগী, স্মরশরে মরিছে ॥
প্রাণধন, অন্বেষণ, আমারে কি করিছে।
মোর দুখে, কিবা সুখে, সেই কাল হরিছে ॥
সেই জনে, যেই ক্ষণে, মম মনে হইছে।
সেই ক্ষণে, এ জীবনে, কান্ত যেন লইছে ॥
আছি তারে, একেবারে, বুঝি প্রেমে ফেলিছে
তার সনে, একামনে, প্রেমখেলা খেলিছে ॥
সে কারণ, প্রাণধন, মোরে ভুলে রয়েছে।
কুলবালা, কামজ্বালা, তার জন্য সয়েছে ॥

এই মত, ধনী কত, খেদ করিয়াছে।
চন্দ্রকান্ত, কামীকান্ত, স্মরি মনে গাইছে॥

পার্ব্বতীর প্রতি সখীদিগের প্রবোধ

দাসরথি।

অনুগত, সখী যত, এই মত, হেরি।
সকলিয়ে, কহে ধীরে, পার্ব্বতীরে, ঘেরি॥
শুন কই, প্রাণসই, কান্ত বই, কেন।
শয়ানিনী, আছ ধনী, অচেতনী, যেন॥
হায় হায়, প্রাণ যায়, কি উপায়, হবে।
পতি বিনা, এ নবীনা, রবে কি না, রবে॥
উঠ ধনী, চন্দ্রাননী, সুলোচনী, সই।
তব সনে, হৃষ্টমনে, আলাপনে, রই॥
তব লাগি, দুঃখভাগী, হতভাগী, মোরা।
কি কারণ, সেই জন, হৈল মনঃ, চোরা॥
আনিবারে, বারে বারে, কেন তারে স্মরে।
পরিহার, সুখভার, সে জনার, তরে॥
সে তোমারে, নাহি পারে, স্মরিবারে, মনে।
কি কারণ, দ্বিনয়ন, বরিষণ, বনে॥

হায় হায়, প্রাণ যায়, হানি পায়, দেখে।
মূঢ়বুদ্ধি, গেলে ভুলি, অঙ্গে ধূলি, মেখে॥
সেই জন, তোমা ধন, বিস্মরণ, হলো।
সেই জনে, কি কারণে, ভাব মনে, বলো॥
হও পর, তার পর, কেবা নর, আছে।
প্রেমপাশে, বান্ধিয়া সে, নাহি আসে, কাছে॥
কেন আর, নিরাধার, সে জনার, তরে।
কর খেদ, এবা ভেদ, অঙ্গে স্বেদ, ঝরে॥
উঠ ধনী, সুবদনী, এ ধরণী, পরে।
চল ভাই, রাত্রি নাই, সবে যাই, ঘরে॥
সখী যত, এই মত, শত শত, কয়।
পার্ব্বতীর, ধীর ধীর, চক্ষে নীর, বয়॥
চন্দ্রকান্ত, কালিকান্ত, পদপ্রান্ত, মনে।
নিরন্তরে, আশা করে, সুখভরে, ভণে॥

সখীগণের খেদ।

লঘুত্রিপদী।

যত সখীগণ, হেরে অলক্ষণ, করয়ে রে
পার্ব্বতী লয়ে।

বলে হায় হায়, কি করি উপায়, কেমনে ইহায়,
লই আলয়ে ॥
আমার পার্ব্বতী, অতি বুদ্ধিমতী, সে কেন এমতি,
হইল বল।
মোরা জেতে নারী, বুঝিতে যে নারি, কি করিতে পারি,
নাহিক বল ॥
স্বর্ণ বরণ, হৈল বিবরণ, কিসের কারণ,
হায় লো হায়।
অধর-কমল, হয়েছে সমল, হেরি এ সকল,
জীবন যায় ॥
ন পার্ব্বতীর, উলঙ্গ শরীর, মুখে নাহি নীর,
শুকাল তাহা।
বদন-নদন, মুদিত নয়ন, পড়ে ধরাসন,
আহা লো আহা ॥
ক সাধিল বাদ, মুখে নাহি বাদ, একি বিসম্বাদ,
সাধিল বিধি।
রিল হরণ, পার্ব্বতীর ধন, সে নব-রতন,
গুণের নিধি ॥
হার কারণ, বুঝি প্রাণধন, দিল বিসর্জ্জন,
প্রাণের সই॥

ডাকে পিকবর, সুমধুর স্বর, অতি মনোহর,
প্রভাত এল ॥
অম্বর উপরি, উঠিলেন হরি, আহা মরি মরি,
কেমন শোভা।
পূর্ব্বদিকময়, যেন ধনঞ্জয়, হইল উদয়,
মনের লোভা ॥
দেখিয়া পদ্মিনী, হয়ে উল্লাসিনী, হাস্যমুখে তিনি
কমলোপরি।
পরম উল্লাসী, মৃদুমন্দ হাসি, সুখনীরে ভাসি,
হেরিছে হরি ॥
এদিকে তেমতি, হয়ে শূন্যমতি, আছেন পার্ব্বতী,
বাতুল প্রায়।
মনেতে একান্ত, স্মরি কালীকান্ত, দ্বিজ চন্দ্রকান্ত,
আনন্দে গায় ॥

পার্ব্বতীর বাটী আগমন।

পয়ার।

নিশাগত হেরিয়া যত নারীগণ।
পার্ব্বতীর প্রতি কহে মধুর বচন ॥

উঠ উঠ প্রাণসই চল নিজালয়।
সেই স্থলে প্রাণনাথে পাইবে নিশ্চয়॥
বৃথা কেন একাকিনী পাবে নানা দুখ।
আহামরি শুকায়েছে তব বিধুমুখ॥
তোমাকে নিরব হেরি ডাকেনা কোকিল।
তোমার নিরস্ত হেরি বহেনা অনিল॥
বিধুমুখী ম্লানমুখ করি নিরীক্ষণ।
শশধর অস্তাচলে করেছে গমন॥
ভ্রমর না বসে ফুলে কাঁদে ফুলে ফুলে।
একবার দেখ সখী স্বীয় পাদমূলে॥
হেরিয়া তোমার এবে মুদ্রিত নয়ন।
অন্ধ হয়ে আছে যেন কুরঙ্গগণ॥
বিবর্ণ হেরিয়া বর্ণ চম্পক আকুল।
একবার তার প্রতি হও অনুকূল॥
এইমত সখী যত কহে পার্ব্বতীরে।
ততই ভাসেন তিনি নয়নের নীরে॥
নিরুপায় হেরি তবে যত সখীগণ।
ধরাধরি করি তারে আনিল ভবন॥
নিকেতনে আসি বামা হয়ে নিরুত্তর।
শয়ন করিয়া রহে শবের সোসর॥

এদিকেতে সখীগণ সভয় অন্তরে।
উপনীত হয়ে কহে রাণীর গোচরে॥
শুন শুন ওগো মাতা করি নিবেদন।
প্রাণসখী পার্ব্বতীর হেরি কুলক্ষণ॥
করিয়াছিলেম যাত্রা কল্য পুষ্পবনে।
বিচিত্র স্বভাব তার দেখার নয়নে॥
অকস্মাৎ হয়ে যেন উন্মাদিনী প্রায়;
রহিলেন বদনে করি হায় হায়॥
সেঅবধি কথা নাহি কন কারুসনে।
অতিভারে বহু কষ্টে এনেছি ভবনে॥
আপনি যাইয়া আজি দেখিলে তাহায়;
অবশ্য হইবে কোন বিহিত উপায়॥
শুনিয়া কন্যার কীর্ত্তি কন্যার মহলে।
সখীগণ সনে রাণী সত্বরে চলে॥
কালিকায় নিজ মনে ভাবি সারাৎসার।
পয়ারে গাইল চন্দ্রকান্ত শিকদার॥

রাণীর খেদোক্তি।

ভঙ্গত্রিপদী।

কন্যার নিকটে গিয়া, সকাতরে উত্তরিয়া।
হেরিয়া কন্যায়, করি হায় হায়,
রাণী কাঁদে বিনাইয়া ॥
ফিরিবারে পর্য্যটন, গিয়াছিলে কি কারণ!
বল মা পার্ব্বতী, কেন শূন্য মতি,
দেখি হেরি অলক্ষণ ॥
অতিবৃ জন্তুণা কত, সহিয়াছি শত শত।
না বলিলা ডাক, কেন মৌনে থাক,
হলে পাগলিনী মত ॥
কিবা হইয়াছে মনে, আর যে নাহিক বনে।
কিসের কারণ, আছে অচেতন,
ম্লানমুখ সুকমল ॥
কে সাধিলো হেন বাদ, দূরে গেল মম সাধ।
ছিলে মা সবলা, হইলে অচলা,
মুখে নাহি সরে বাদ ॥
তোমারে মা নিরখিয়া, হৃদি যায় বিদরিয়া।
হরি হরি হরি, মরি মরি মরি
প্রাণ যায় বিবর্জ্জিয়া ॥

করি গিয়া সর্ব্বনাই ॥

হিমালয় ত্রিশূলী করে, লহ আমি নিরন্তরে।

তার দরশন, নাহি আগমন,

কাঁদিব এমন ঘরে॥

রাজার মহিষী হয়ে, কত দুখ সেই মনে।

আর কেন হবে, অনাহুতে যবে,

মরিছে সে এসময়ে॥

আমার কপালে ছাই, মরণ কি হবে নাই।

যাহাতে মরণ, হইবে এখন,

করিব যাইয়া তাই॥

এইরূপে কান্দি রাণী, হৃদকে কঙ্কণ হানি।

করিল বাহির, মস্তকে রুধির,

সখীগণে হত বাণী॥

শুন সবে অতঃপরে, রাণী তিরস্কার করে।

দ্বিজ চন্দ্রকান্ত, স্মরি কালিকান্ত,

ভণে অতি সুখভার॥

রাণী কর্ত্তৃক সখীদিগকে তিরস্কার ।

ভঙ্গত্রিপদী ।

তোরা বা কেমন সহচরী, বলনা উপায় কিবা করি ।
মম বাছা লয়ে সনে, গিয়াছিলি পুষ্পবনে,
কন্যা মোর প্রাণের সাগরী ॥
তাহারে করিয়া অচেতন, আনিলি রাজার নিকেতন ;
অন্তরে নাহিক ডর, পাপিনী তোদের পর,
নাহি আমি দেখেছি কখন ॥
এপ্রকারে সোণার পার্ব্বতী, একেবারে হৈল হীনমতি ।
বল মোরে বিবরণ, কেন হৈল কি কারণ,
নতুবা লো পাইবি দুর্গতি ॥
যদি ভাল চাস্ সর্ব্বঅঙ্গে, বল এবে আমার সদনে ।
মম বাছা কি কারণ, হয়ে হেম বিবরণ,
ধরাসনে আছে অচেতনে ॥
মহীপতি যদি টের পান, এইক্ষণে তোদের পরাণ ।
লইবে উঠায়ে শালে, চুণ কালি দিবে গালে,
তাহাতে না পারি পরিত্রাণ ॥
নতুবা গলায় দিবে ফাঁস, যাইবি লো যমের আবাস ।
অগ্রে মাথা মুড়াইয়া, তাহে ঘোল ঢালি দিয়া,
পথে পথে লইবে নির্ব্বাস ॥

অমাবস্যা হলে, মোরে পুষ্পবনে,
করিবে পূজন, পাইবি বর ॥
হয়ে অচেতন, আছ কি কারণ,
পড়িয়া ধরায়, উঠহ ত্বরা ।
নানাবিধ করে, আলিঙ্গিয়া পরে,
জল দিয়া শেষে, চেতন করা ॥
রাণীর ভারতী, শুনিয়া পার্ব্বতী,
উঠিল সত্বর, হর্ষিতান্তরে ।
মৃদুমন্দ হাসি, বদনে প্রকাশি,
কহে সখীগণে, মধুর স্বরে ॥
কেন সখীগণ, বিরস বদন,
চক্ষে বহি ধারা, পড়িছে নীর ।
কিসের কারণ, করিছ ক্রন্দন,
দেখিয়া অন্তর, নাহিক স্থির ॥
শুনি সখীগণ, তাহার বচন,
আদ্যান্ত বৃত্তান্ত, বর্ণন করে ।
দ্বিজ চন্দ্রকান্ত, বলে হয়ে শান্ত,
করহ গমন, রাণীর ঘরে ॥

এইরূপে নরবর, বলি বাণী মনোহর,
　　সভা মাঝে করিলেন গতি ।
এদিকেতে রাণী গেল যথায় পার্ব্বতী ॥
আসিয়া কন্যার পাশে, কহিলেন মৃদুভাষে,
　　শুনলো পার্ব্বতি মম বাণী ।
অমাবস্যা রাত্রে পূজা করিও ভবানী ॥
এইরূপে রাণী বলে, চলে গেল কুতূহলে,
　　আপন মনেতে সুখ হয়ে ।
ক্রমে অমাবস্যা নিশি, এল চন্দ্রাদয়ে ॥
অমাবস্যা এলে পরে, কালী ও আনন্দিতান্তরে,
　　কালীমূর্ত্তি গড়ায়ে পার্ব্বতী ।
পূজিবে তাঁর পদ পাইবারে পতি ॥
ক্রমশঃ পূজার শেষ, দুখের কাটিল লেশ,
　　রাজালয় আনন্দে পূর্ণিত ।
মাতোয়াল্যে একেবারে সবে আমোদিত ॥
এরূপে পার্ব্বতী সতী, পাইবারে নিজ পতি,
　　করিলেন পূজা সারদার ।
আনন্দে ভণে চন্দ্রকান্ত শিকদার ॥

শীত বর্ণন ও অসমনগরে মহিষের উৎপাত এবং দেবরাজ রাজার প্রতিজ্ঞা।

দীর্ঘত্রিপদী।

[illegible]র অধিকার, কি কহিব অধিকার,
আসিয়া সে করিলেক শীত।
মাঘে নিজ দলবলে, প্রকাশিতে নিজ বলে,
ভূমণ্ডলে হৈল উপনীত॥
উত্তরের সমীরণ, করিতে আইল রণ,
ঝন্ ঝন্ শব্দ করি তায়।
শিশির বরুণ সনে, কোয়াসা আইল রণে,
প্রজাগণে ডরে ভয় হায়॥
দিবা নিশা সর্ব্বকালে, কি সকাল কি বিকাল,
শীতকাল হয় যেন কাল।
দিন দিন দিনক্ষয়, সুদীর্ঘ শর্ব্বরী হয়,
ভাগে না যায় গোপাল॥
শক্তিমান নরগণ, হেরি হেন অলক্ষণ,
অনুক্ষণ আনন্দ কলসে।
যতেক অশক্তচয়, শীতেতে পাইয়া ভয়,
সংগ্রাম থাকে সবে বসে॥

দীন হীন যত নর, কাঁপে সবে থর থর,
নিরন্তর অম্বর বিহনে ।
ফল ফুল নাহি ধরে, বৃক্ষগণ সকাতরে,
ম্লান হয়ে বিরস বদনে ॥
ধনবান নর যারা, আনন্দে থাকয়ে তারা,
মনোহরা পরয়ে বসন ।
পায়েছে রুমাল শাল, হেরিয়া তাদের হাল,
শীতকাল করে পলায়ন ॥
কিন্তু গেলে জলাশয়, অমনি শীতেরোদয়,
কম্পময় করে কন্ কনা ।
বহে উত্তরিও বাত, অঙ্গে ধরে যেন দাঁত,
ক্লেশে দাঁত লাগিলে জীবন ॥
কেবল নারীর সুখ, সদাই প্রফুল্লমুখ,
নাহি দুখ যদি পতি পায় ।
ত্রিযামা হইলে পরে, সুখ ভরে কাল হরে,
প্রাণেশ্বরে লইয়া শয্যায় ॥
মিটায় মনের আবেশ, সুখের না থাকে শেষ,
কিছু ক্লেশ হয় অবশেষ ।
যেকালে পুরুষ নারী, নিজ নিজ কায সারি,
বারিতরে যায় বহির্দ্দেশ ॥

পতিতপাবন কর্ত্তৃক মহীষ বধ ও পার্ব্বতী বিবাহ।

পয়ার ছন্দ।

শুনিয়া রাজার পণ পতিত পাবন।
উপনীত হয়ে কহে রাজার সদন॥
অনুমতি কর ভূপ জনীদের পর।
মহিষে পাঠায়ে আনি যমের গোচর॥
দেবরাজ সতীপতি করিলা শ্রবণ।
হৃষ্টমতি হয়ে আজ্ঞা করিল অর্পণ॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া তবে চলিল পতিত।
কালীমার ধনুর্ব্বাণ লইয়া সহিত॥
বিপিন ভিতরে ক্রমে হয়ে অধিষ্ঠান।
মহিষের প্রতি বাণ করিল সন্ধান॥
মন্ত্রের সমান বাণ লাগিল বয়ারে।
বেগেতে ধাইল রাগে জিনিয়া বয়ারে॥
ক্ষোভাকামী হয়ে তবে জীবন তনয়।
অন্য শর মারি তারে করিলেন জয়॥
অতঃপর জিহ্বা তার করিয়া কর্ত্তন।
রাখিয়া দিলেন তাহা আপন সদন॥

এদিকে চণ্ডাংশু তপে প্রচণ্ড প্রবলে ।
দীপ্ত কর সুপ্রকাশে ধরিত্রী মণ্ডলে ॥
দেখিয়া পণ্ডিত কহে দ্বিপ্রহর বেলা ।
স্নান পূজাহার হেতু গোপীঘরে গেলা ॥
ইতিমধ্যে শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন ।
জনকনগরে ছিল মুচী এক জন ॥
দৈবযোগে মহিষেরে নিরীক্ষণ করে ।
ক্রমে উপনীত হৈল তাহার গোচরে ॥
দেখে যে মহিষ তার ত্যজেছে জীবন ।
ধরাপরে পড়ে আছে প্রকাণ্ড গঠন ॥
ইহা হেরি চমৎকার হয়ে প্রফুল্লিত ।
মহিষের মুণ্ড কাটি লইল ত্বরিত ॥
মনে মনে ভাবিলেক পাব রাজবালা ।
তারে লয়ে নিবারিব মদনের জ্বালা ॥
আনন্দে মহিষমুণ্ড লয়ে নিজ করে ।
উপনীত ক্রমে আসি রাজার গোচরে ॥
আসিয়া ভূপের পাশে করে নিবেদন ।
মহিষের মুণ্ড নৃপ করুন গ্রহণ ॥
তব কন্যা রূপে ধন্যা দেন পরিণয় ।
তাহারে লইয়া যাই সুখে নিজালয় ॥

রহিল শয়ন করি মুখ ঢেকে তার ।
ভূতলে ফেলিয়া দিল যত অলঙ্কার ॥
হেরিয়া পণ্ডিত ইহা পারিয়া বুঝিতে ।
কামিনীর পদে তবে লাগিল কহিতে ॥
কেন ম্লান হল প্রাণ বদন প্রকাশি ।
কোথায় লুকাল তব সুমধুর হাসি ।
ঘনরূপ বাস ঢেকে গেল মুখ শশী ।
তারাগণ সখী যত আছে সবে বসি ॥
সেই চকোরের কত পাইয়াছে ক্ষুধা ।
দয়া করি সেই জনে দান কর সুধা ॥
পাখোয়াজ বাজ্য গেল অম্বরের ধ্বনি ।
ইহাতে চপলা নাহি চপলা বরণী ॥
কৃপা করি হাস্য যদি কর একবার ।
ক্ষণপ্রভা হেরি যাব দুখ সিন্ধুপার ॥
পণ্ডিত পাবন যত এই মত কয় ।
শুনি ধনী ততোধিক মৌন ভাবে রয় ॥
সখীগণ চারি পাশে হাসি খল খল ।
এবসে উহারে সই চর্ল চল চল ॥
ঠাকুরজামার মত না হেরি নির্ব্বোধ ।
অশক্ত ভাঙ্গিতে তিনি স্ত্রীলোকের ক্রোধ ॥

ব্যস্তেব্যস্তে স্নানাহ্নিক আহারাদি যত।
সাঙ্গ করি দুই জনে ঘুমে অচেতন॥
ক্রমে ক্রমে রবি তবে গেল অস্তাচল।
কমল মুদিল দুখে বিমল কমলে॥

পার্ব্বতী সঙ্গে পতিতপাবনের সুবেশ ভ্রমণ।

ত্রিপদী ছন্দ।

কিছু দিন এই মত, গেলে শিশির অপগত,
বসন্ত নিকট পঁহুছে।
[illegible]
[illegible]
শীতের এ বিপরীত, হেরি বসন্তের রীত,
সুললিত গায় পক্ষীগণ।
কিবা এ কালের শোভা, অতিশয় মনলোভা,
হেরি শোভা আস্থির জীবন॥
কোকিল মধুর স্বরে, কুহরে বৃক্ষেরপরে,
জ্বলে মরে বিরহিণী যত।
অলিগণ অগণন, গিয়া সবে পুষ্পবন,
অনুক্ষণ গুঞ্জরে বা কত॥

মলয়া মারুত বহে, বিরহীর প্রাণ দহে,
সবে কহে বোলি পরস্পরে।
মরে মলয়া বায়ু, নরুক তোমারে বায়ু,
কি উৎপাত কর নিরন্তরে॥
বৃক্ষেতে পত্রচয়, নব নব যদি রয়,
সুশোভয় করিয়া দর্শন।
নানা মত পুষ্প যত, বিকসিত অবিরত,
হেরি এত ব্যাপে জগজ্জন॥
বিরহেতে বিরহিণী, অনিবার সন্তাপিনী,
উন্মাদিনী পঞ্চবাণ শরে।
সকাতরে বলে সবে, প্রাণকান্ত পাব কবে,
মনোদুঃখে নিবারণ করে॥
পতিব্রতা নারীগণে, বসন্তের আগমনে
অনুক্ষণে প্রফুল্ল বদন।
লয়ে স্বীয় প্রাণেশ্বরে, নিবারণ স্মরশরে,
সুখে করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
তাহাদের নানা সুখ, কামেতে না হয় দুখ,
হাস্যমুখ হেরি নিরন্তরে।
বণিক যুবকগণ, সুখে দেখ সস্তরণ,
সর্ব্বক্ষণ রসের সাগরে॥

বসন্তের আগমনে, পতিতের হৈল মনে,
নিকেতনে যাইতে তুরন্ত।
এক দিন সকাতরে, পার্ব্বতীর করে ধরে,
মধুস্বরে কহিল সমস্ত॥
এরূপ শুনিয়া ধনী, কহে করি মৃদুধ্বনি,
প্রাণধনি বিহনে তোমায়।
কিরূপে করিব বাস, কহ তাহা সুপ্রকাশ,
নাহি আশ থাকিতে হেথায়॥
যাইব তোমার সনে, সেবিব ও শ্রীচরণে,
এই মনে আছে অভিলাষ।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তোমাতে পাইব ত্রাণ,
তুমি প্রাণ রব তব পাশ॥
থাকিলে তাতের ঘরে, জ্বলিব হে নিরন্তরে,
পঞ্চশরে হানিবেক শর।
কোকিল ভৃঙ্গের রবে, মন উদাসিন হবে,
নাহি রবে প্রাণ প্রাণেশ্বর॥
শুন ওহে যুবরাজ, হেথা থাকি নাহি কায,
ত্যজি লাজ কহিনু তোমারে।
যাইব তোমার দেশে, রব সদা সদাবেশে,
নাহি ক্লেশে ফেলিবে হে মারে॥

অপর বিদায় হয়ে, উঠে নিজ নিজ হয়ে,
রাজ্যালয়ে হৈল উপনীত।
ক্রমে ক্রমে দিবাকর, নির্ব্বাণ করিল কর,
নিশাকর আইল ত্বরিত॥
হেরি দোঁহে শশধরে, আহ্নিক আহার করে,
সুখভরে করিল শয়ন।
ক্রমে রাত্র অবসান, কমলের গেল মান,
অধিষ্ঠান দেখিয়া তপন॥
যত ছিল দ্বিজগণ, দিবা করি দরশন,
অন্বেষণ করে পুষ্পচয়।
দিবা দেখি পেচকেতে, অন্ধ হয়ে দুঃখে মেতে,
গহ্বরেতে লুকাইয়া রয়॥
যত পতিব্রতা সতী, শুয়ে ছিল লয়ে পতি,
দিবাপতি হেরিয়া ত্বরায়।
ত্যজ্যা করি প্রাণেশ্বরে, দেব নামান্তরে স্মরে
ক্রমন্তরে বহির্দ্বারে যায়॥
বিরহিণীগণ যত, রাত্রে প্রায় ছিল হত,
নিশা গত হেরি সর্ব্বজন।
অপার মনের সুখে, বিসর্জ্জন দিয়া দুখে,
হাস্যমুখে করিল গমন॥

সুখবার্ত্তা কাদম্বিনী, শুনে হয়ে আনন্দিনী,
গিয়া ধনী অমনি ত্বরায়।
বালকের অগ্রমুখে, দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে,
মনোসুখে দিল দিল তায়॥
এদিকেতে গুণাধার, আসিয়া রাজাগার,
সমাচার পাইয়া সুখের।
ক্ষিতিপতি সুখভরে, উপনীত নিজ ঘরে,
সুগন্ধরে কহিলেন ফের॥
কাছে হেরি চন্দ্রাননা, হয়ে অতি সানন্দনা,
চপলা বদনী লক্ষ্মী যেন।
ধরিয়া নাথের করে, জিজ্ঞাসিল মৃদুস্বরে,
কুপথে গিয়াছিলে কেন॥
গুণাধর অতঃপরে, কহিল কান্তারোপরে,
সুসন্তের পুত্র বিবরণ।
এরূপ শ্রবণ করি, দুঃখার্ণব পরিহরি,
সুখার্ণবে কৈল সন্তরণ॥
এদিকেতে প্রজাগণে, পণ্ডিতের আগমনে,
হৃষ্টমনে দেখিতে তাহায়।
নিকেতন পরিহরি, বন্ধুগণে সঙ্গে করি,
ত্বরাত্বরি সকলেতে ধায়॥

আনন্দিত নারীগণ, বেশাকৃতি সুশোভন,
দরশন করিতে পাইছে।
গৃহ কার্য্য ত্যাজ্য করে, অতি আনন্দিতান্তরে,
সুন্দরী ধায় চারিভিতে ॥
কেহ গিয়া দাঁড়াইয়া, গবাক্ষেতে উঁকাড়িয়া,
বাড়াইয়া আপন বদন।
কেহ কেহ পতি সনে, একত্রে এক মনে,
মনে মনে যায় উদ্দীপন ॥
কেহবা ছাদের পরে, গিয়া প্রফুল্ল অন্তরে,
সুখে হেরে পতিদের রূপে।
মুখে বলে হায় হরি, কিবা রূপ মরি মরি,
যেন হরি অনুরূপ রূপে ॥
ক্রমেতে পণ্ডিত রায়, আপন আগারে যায়,
পিতৃপায় প্রণমে আদরে।
একেবারে পুরজন, হইল উৎসবময়,
সুখোদয় সবার অন্তরে ॥
পণ্ডিত যাইয়া পরে, অন্দরেতে সুখান্তরে,
জননীরে করিল প্রণতি।
এদিকেতে মনসাধে, শ্বশুর শাশুড়ী পদে,
প্রণমিল সুখেতে পার্ব্বতী ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতচয়, আসি সবে নৃপালয়,
সু[illegible]রত চণ্ডী পাঠে রত।
দীনহীন অন্ধগণে, সন্তর্পিত করি যত্নে,
সম্ভ্রমে দিল দান কত।।
মহানন্দে এইমত, ক্রমে অহ হৈল গত,
সায়াহ্নগত করি দরশন।
নানা মত কলরবে, বহুবিধ পক্ষী সবে,
হয় তবে নীড়ে উদ্দীপন।।
বারুণীতে দিনাকর, রক্তবর্ণ করে কর,
[illegible] ফেলিছে [illegible]।
কুমার হেরিয়া তাই, পণ্ডিতে বলেন ভাই,
এবে যাই নিজ নিকেতনে।।
শ্রবণে পণ্ডিত রায়, অমনি দিলেন সায়,
হর্ষে যায় কুমার বসতি।
আসি নিজ নিকেতনে, পিতৃ মাতৃ শ্রীচরণে,
হৃষ্টমনে করিল প্রণতি।।
এমতে পণ্ডিত রায়, পার্ব্বতী লইয়া যায়,
মহানন্দে আপন আগারে।
স্মরি মনে কালীকায়, পণ্ডিত পার্ব্বতী গায়,
দ্বিজ চন্দ্রকান্ত শিকদারে।।